Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Srabon 02, 1433 Bangla, July 17, 2026, Friday, No. 192, 56th year

H I G H L I G H T S

PM Tarique Rahman has pledged to build a prosperous & discrimination-free Bangladesh, saying his government wants to ensure equal rights & opportunities for all communities, including ethnic minorities. (Jago News: 13)

A special prayer has been held at Baitul Mukarram National Mosque seeking divine mercy for souls of those who were martyred during July mass uprising, recovery of injured and peace & progress of nation. (Jago News: 18)

Prime Minister's Office spokesperson has said that present government is determined to implement the election manifesto to build the Bangladesh of the dreams of July martyrs. (R. Today: 26)

Dhaka Metropolitan Detective Branch has detained retired Major Md Mozzaffar Hossain, a convicted fugitive in assassination case of former president Ziaur Rahman, after he remained on run for 45 years. (BBC: 03)

Home Minister has said, certain quarters are instigating the movement demanding suspension of HSC examinations and resignation of Education Minister to embarrass government. (BBC: 03)

Finance Minister has said economic reforms will be implemented gradually under the International Monetary Fund's new loan programme according to government's priorities and needs. (R. Today: 25)

State Minister for Information and Broadcasting has said present government is determined to root out the misrule and corruption across the country. (Jago News: 21)

TIB has expressed deep concern over shooting targeting a group of journalists in Khulna, describing the incident as an attack on independent journalism and media freedom. (Jago News: 16)

IMF has mentioned revenue deficit, high inflation and weakness in banking sector as main challenges for Bangladeshi economy. (Jago News: 23)

Iranian Embassy in Dhaka has sent emergency relief supplies for devastating flood victims in Bangladesh. (R. Tehran: 10)

UN fears that more than 500 Rohingya have drowned in two shipwrecks off Myanmar coast. (DW: 11)

Iran has launched retaliatory attacks on US military bases in Gulf in response to US attack on Iran. (BBC: 10)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
শ্রাবণ ০২, বাংলা ১৪৩৩, জুলাই ১৭, ২০২৬, শুক্রবার, নং- ১৯২, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সুখী, সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। (জাগো নিউজ: ১৩)

জুলাই শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত, আহতদের দ্রুত সুস্থতা এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত। (জাগো নিউজ: ১৮)

জুলাই শহিদদের স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখপাত্র। (রেডিও টুডে: ২৬)

সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যা মামলায় প্রায় ৪৫ বছর ধরে পলাতক থাকা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মেজর (অব.) মো. মোজাফফর হোসেনকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। (বিবিসি: ০৩)

এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত ও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি সরকারকে বিব্রত করতেই কিছু মহল এ আন্দোলনে উসকানি দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। (বিবিসি: ০৩)

আইএমএফ ঋণ কর্মসূচিতে সরকারের অগ্রাধিকার ও প্রয়োজন অনুযায়ী ধাপে ধাপে অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। (রেডিও টুডে: ২৫)

সারাদেশে বিরাজমান অপশাসন ও দুর্নীতির জঞ্জাল দূর করতে বর্তমান সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী। (জাগো নিউজ: ২১)

খুলনায় সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণের ঘটনাকে স্বাধীন সাংবাদিকতা ও উন্মুক্ত গণমাধ্যমের ওপর আঘাত হিসেবে উল্লেখ করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। (জাগো নিউজ: ১৬)

রাজস্ব ঘাটতি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতাকে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেছে আইএমএফ। (জাগো নিউজ: ২৩)

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ঢাকাস্থ ইরানের দূতাবাস, পাঠিয়েছে জরুরি ত্রাণসামগ্রী। (রেডিও তেহরান: ১০)

মিয়ানমার উপকূলে ৫০০-এর বেশি রোহিঙ্গা মৃত্যুর আশঙ্কা করছে জাতিসংঘ। (ডয়েচে ভেলে: ১১)

ইরানে মার্কিন হামলার জবাবে উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা চালিয়েছে ইরান। (বিবিসি: ১০)

বিবিসি

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত সাবেক সেনা কর্মকর্তা মোজাফফরকে গ্রেফতারের তথ্য ডিবির

বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যা মামলায় প্রায় ৪৫ বছর ধরে পলাতক থাকা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মেজর (অব.) মো. মোজাফফর হোসেনকে আটক করার তথ্য জানিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে ঢাকার ডিওএইচএস এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানিয়েছে ডিএমপির ডিবি। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও তারা উল্লেখ করেছে। ১৯৮১ সালের ৩০ মে ভোরে চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছিলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। ঘটনার আগের দিন, অর্থাৎ ১৯৮১ সালের ২৯ মে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দুইদিনের সফরে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। তার সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজের প্রতিষ্ঠা করা রাজনৈতিক দল বিএনপির স্থানীয় নেতাদের মধ্যকার বিরোধ নিরসন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথমদিন নেতা-কর্মীদের সঙ্গে একের পর এক বৈঠক শেষে মধ্যরাতে ঘুমাতে যান মি. রহমান। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেনাবাহিনীর একটি দল তার উপর গুলি চালায় এবং তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। ঘটনার পর ৩০ মে সকালে রেডিওতে প্রথমবারের মতো জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর খবর ঘোষণা করা হয়।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

যারা আন্দোলন করছে তারা অনেকে ছাত্রই না, পরীক্ষার্থী না : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ

এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত ও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে যারা আন্দোলন করছে "তারা অনেকে ছাত্রই না, পরীক্ষার্থী না" বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "সরকারকে বিব্রত করতে চায়- এমন কিছু মহল তো আছেই। তারা বিভিন্ন ইস্যুতে নিজেদের পরিচয় গোপন করে একটু ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়।" তিনি জানান, শিক্ষার্থীরা তাদের দাবির বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে ও সরকারকে জানিয়েছে এবং এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে যে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে যে-সব শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদের চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের সাথে আবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। আর পদার্থবিজ্ঞান প্রশ্নে ভুল থাকার পেছনে দায়ীদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি ওই প্রশ্ন দুটির নম্বরও দেওয়া হবে- বলেন মন্ত্রী। "একটি মন্তব্যের কারণে অনেকে দুঃখ পেয়েছেন। সেজন্য শিক্ষামন্ত্রী সংসদে তার বক্তৃতায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন।" যৌক্তিক দাবিগুলো পূরণের পরও আন্দোলন চালানোর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারকে বিব্রত করতে কিছু মহল এটা করছে এবং "সেটা দৃশ্যমান হয়েছে। যারা আন্দোলন করছে, তারা অনেকে ছাত্রই না, পরীক্ষার্থী না।" "এই ট্রেন্ডটা ইন্টেরিম সরকারের সময় দেখা গিয়েছে যে, সচিবালয়ে গিয়ে পরীক্ষা স্থগিত করা বা বিনা পরীক্ষায় পাশের ঘোষণা নেওয়া। এসব অপকালচার তখন দেখা গিয়েছে। তারা হয়ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, যে কারণে সেই প্রবণতা এখনও দেখা যাচ্ছে। তবে শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হোক এমন কোনো বিষয় আমরা অ্যালাউ করবো না," বলেন তিনি।

এদিকে, বাংলাদেশের সাবেক ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে মন্ত্রী বলেন, "শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য এক্সট্রাডিকশন চুক্তি অনুযায়ী (পত্র দিয়েছি), ইন্টেরিম সরকারের সময়েও পত্র দেওয়া হয়েছে ভারত সরকারের কাছে, এরপর আমরা তাগাদাও দিয়েছি। আমরা তো তাকে ফেরত চাই।" "তিনি বিচারের মুখোমুখি হোক। ইতোমধ্যে যেহেতু তিনি সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন, আদালতে তার আত্মসমর্পণের সুযোগ আছে কি না, সেটা আইনজ্ঞরাই বলবেন। তবে দেশে ফিরলে সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে তাকে গ্রেফতার করা হবে এবং রায় কার্যকরের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি আপিল করার সুযোগ থাকে, সেটা আইন-আদালত বুঝবে। তখন আপিলের সুযোগ থাকলে আপিল হবে," বলেন সালাহউদ্দিন আহমদ। শেখ হাসিনা আইনি প্রক্রিয়ার ফেরত আসুন বলেও মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

রোহিঙ্গা ও কথিত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভারতীয় নথি বানানোর নেটওয়ার্কের খোঁজে তল্লাশি

রোহিঙ্গা ও কথিত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে আসার পরে ভারতীয় নথি জোগাড় করে দেওয়ার এক নেটওয়ার্কের খোঁজে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গসহ চার রাজ্যের ১৩টি জায়গায় অভিযান চালিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় তারা অভিযান চালিয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হতো বলেও সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা। ওই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অবৈধপথে অর্থ পাচার বা মানি লন্ডারিংয়ের ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের তদন্ত শাখা ইডি। তদন্ত সংস্থার কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে পিটিআই জানিয়েছে, বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীন রেজিস্ট্রি করা কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কার্যকলাপের ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে তদন্ত চালানো হচ্ছে। ওই সংস্থাগুলো যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক কিছু সংস্থার কাছ থেকে অনুদান পেত বলে কর্মকর্তারা পিটিআইকে জানিয়েছেন। অবৈধপথে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসাদের জন্য মোটা টাকার বিনিময়ে জাল নথি তৈরি করে দেওয়ার কর্মকাণ্ড চলছে বলে অনুমান তদন্তকারীদের। আধার কার্ড, এপিক, প্যান কার্ড থেকে শুরু করে ই শ্রম কার্ডের মতো জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে সেই নথি দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষত, কর্নাটক,

তামিলনাড়ু, পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশে দালালদের হাত ধরে পৌঁছে যান অনুপ্রবেশকারীরা, এমন খবর পাওয়ার পরেই অভিযানে নেমেছে ইডি। বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর, দিল্লির জামিয়া নগর, হরিয়ানার বল্লভগড় এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও মুর্শিদাবাদে অভিযান চালানো হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

মিয়ানমার উপকূলে নৌকাডুবে পাঁচ শতাধিক মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা

মিয়ানমার উপকূলে পাঁচ শতাধিক মানুষ নিয়ে দুটি নৌকা ডুবে যাওয়ার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) ও জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর)। আইওএম-এর একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী জুনের শেষ দিকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে নৌকা দুটি যাত্রা শুরু করে এবং নৌকার বেশিরভাগ যাত্রীই ছিলেন রোহিঙ্গা। তাদের মাঝে বাংলাদেশের কক্সবাজারের শরণার্থী শিবির থেকে যাওয়া কিছু মানুষও ছিলেন বলে জানা গেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, এর মধ্যে একটি নৌকায় যাত্রী ছিল প্রায় ২৫০ জন, যা যাত্রা শুরুর পরপরই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অন্যটিতে ছিল প্রায় ২৮০ জন এবং সেটি গত ৮ জুলাই মিয়ানমারের ইরাবতী উপকূলে ডুবে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যদিও নৌকাডুবির ঘটনা এবং হতাহতের সংখ্যা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত হয়নি, তবুও সম্ভাব্য বিপুল প্রাণহানির আশঙ্কায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আইওএম ও ইউএনএইচসিআর। দুই সংস্থা বলছে, বছরের এ সময়ে সাধারণত সমুদ্র বেশি উত্তাল থাকায় নৌপথে যাতায়াত করাটা ঝুঁকিপূর্ণ। তার ওপর সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টি ও বন্যা পরিস্থিতিকে আরও বিপজ্জনক করে তুলেছে। যদি নৌকাডুবির এই ঘটনা দুটো সত্যিই ঘটে থাকে, তাহলে চলতি বছর আন্দামান সাগর ও বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ বা প্রাণ হারানো মানুষের সংখ্যা প্রায় ৮০০-তে পৌঁছাবে। এর মধ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও বাংলাদেশি নাগরিকও রয়েছেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

হামের উপসর্গ নিয়ে আট শিশুর মৃত্যু

বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও আট শিশু মারা গেছে। এই সময়ের মাঝে সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ৯৭৪ ও নিশ্চিত হাম আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৯৭। আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত মোট ৬৮৪ শিশুর হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর তথ্য জানা গেছে। এছাড়া, নিশ্চিতভাবে হামে মারা গেছে ৯৫ শিশু। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ফোনে মেসেজ পাঠালেও কি মৃত্যুদণ্ড, নতুন মাদক আইন নিয়ে বিতর্ক কেন

সাইবার স্পেস ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অবৈধভাবে মাদক বেচা-কেনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে পাস হওয়া মাদক নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল-২০২৬ নিয়ে এক ধরনের আলোচনা তৈরি হয়েছে। অভিযোগ উঠছে যে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মাদক অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে মাদক উদ্ধার বাধ্যতামূলক না রেখে অনলাইন কিংবা ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে মাদক কেনা-বেচা, সরবরাহ ও বিজ্ঞাপন করার মতো কিছু বিষয়কে সর্বোচ্চ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। "ধরুন, একজন আপনাকে জিজ্ঞেস করলো- 'জিনিস আছে?' আপনি লিখলেন- 'দেখি, জানাই'। এই একটা চ্যাট। একটা স্ক্রিনশট। এইটুকুই যথেষ্ট হতে পারে। কোনো মাদক উদ্ধার লাগবে না। খালি ডিজিটাল প্রমাণ। আর সর্বোচ্চ শাস্তি- মৃত্যুদণ্ড," সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ফেরদৌস হোসেন লিখেছেন তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পাতায়। যদিও এর ভিন্নমতও আছে। আইনজীবীদের অনেকে আবার মনে করছেন, মাদকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি যৌক্তিক এবং সাইবার স্পেসে মাদক অপরাধ প্রতিরোধেও শক্ত ব্যবস্থা থাকাটা প্রয়োজন। সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ বলছেন, মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধ নিয়ন্ত্রণে যে আইন করা হয়েছে তা যৌক্তিক, কারণ সাইবার স্পেসে মাদক সংশ্লিষ্ট যোগাযোগ বা লেনদেনের প্রমাণ পেলে তো ধরতেই হবে। তবে আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োগকারীদের সতর্ক থাকতে হবে বলে মনে করেন তিনি। ঢাকার আদালতে মাদক সংশ্লিষ্ট মামলায় আইনজীবী হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা মো. নাজমুল হাসান বলছেন, আইনটি নিয়ে প্রশ্ন তোলার বড়ো কারণই হচ্ছে, "এ আইনটি অপপ্রয়োগের সুযোগ আছে"। "যেভাবে যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক লেনদেন বা এমন কিছু বিষয়কে রাখা হয়েছে, তাতে অনেক নিরীহ মানুষকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাবে অসাধুরা," বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, মাদক নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল ২০২৬ জাতীয় সংসদে গত ১৩ জুলাই পাস হলেও এটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর গেজেটে আকারে প্রকাশিত হওয়ার পর কার্যকর হওয়ার কথা। তবে বুধবার পর্যন্ত এই গেজেট হয়নি।

আইনে নতুন কী এসেছে

মূলত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮-তে কিছু সংশোধনী এনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল-২০২৬ পাস করেছে জাতীয় সংসদ। বিলটি সংসদে উত্থাপনের সময় এর উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, প্রস্তাবিত সংশোধনীতে এখতিয়ারসম্পন্ন সাধারণ আদালতে বিচারের বিধান অক্ষুণ্ণ রেখে একই সাথে মাদক-সংক্রান্ত অপরাধপ্রবণ এলাকাসমূহে পৃথক মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার বিধান সংযোজন করা হচ্ছে। "পাশাপাশি মাদকদ্রব্য সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিনির্ভর অপরাধের বিস্তার রোধে বিশেষ করে সাইবার স্পেসে সংঘটিত মাদক

অপরাধ দমনে নতুন বিধান সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার প্রতিরোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুকূলে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রাধিকার ও ডগ স্কোয়াড গঠনের বিধান সংযোজন করা হয়েছে," ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে। সংসদে পাস হওয়া বিল অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাইবার স্পেস, ডিজিটাল ডিভাইস, ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, মোবাইল অ্যাপ, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে মাদকদ্রব্য বা মনঃপ্রভাবকারী পদার্থ কেনা, বিক্রি, সরবরাহ, প্রস্তাব, বিজ্ঞাপন, যোগাযোগ, সহায়তা বা অন্য কোনো অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করেন, তবে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এছাড়া, ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম, ই-ওয়ালেট, ভার্চুয়াল অ্যাসেট বা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার বা ব্যবহারের চেষ্টা করেও এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করলে, তা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। সরকারি বার্তা সংস্থা বাসস- এ সম্পর্কিত রিপোর্টে বলেছে, "আইনে আরও বলা হয়েছে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংঘটিত মাদক-সংক্রান্ত অপরাধের বিচার করতে অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে মাদক উদ্ধার হওয়া বাধ্যতামূলক হবে না।" এ ধরনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে যে-কোনো মেয়াদের কারাদণ্ড থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ২০ লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। যদি কোনো অপরাধ আন্তর্জাতিক বা সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের অংশ হিসেবে সংঘটিত হয়, তবে অপরাধীকে যে-কোনো মেয়াদের কারাদণ্ড, সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড দেওয়া যাবে। পাস হওয়া বিলে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট আদালত বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মাদক অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল সাইবার স্পেসের বিভিন্ন রিসোর্স, ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল অ্যাকাউন্ট, ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম, ই-ওয়ালেট, ভার্চুয়াল অ্যাসেট ও ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ, অপসারণ, বাজেয়াপ্ত বা রাষ্ট্রের অনুকূলে জব্দ করার নির্দেশ দিতে পারবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. হাসান মারুফ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, দেশে সাইবার স্পেস ব্যবহার করে মাদকের বিস্তারের প্রবণতা বাড়ছে বলেই এ ধরনের আইন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। "ইয়াবা, ফেনসিডিল, আইস, এলএসডি, কোকেন- এগুলো অনলাইনে ট্র্যাক করে উদ্ধার করেছি। সাইবার স্পেস ব্যবহার করে যে ধরনের ড্রাগই বেচা-কেনা করা হোক, সেটা ধরার জন্যই কাজ করবো। এতদিন আইনে তা ছিল না। অনলাইনে করোনার মহামারির সময় অনলাইনে মাদক বেচা-কেনা শুরু হয়েছে এবং সেটা বাড়ছে। সে কারণেই সাইবার নজরদারির মাধ্যমে মাদক ট্রেস করার চেষ্টা করছি। সাইবার নজরদারি সবসময় বজায় রাখবো, যাতে মাদকের বিস্তার না ঘটে," বলছিলেন তিনি।

সমালোচনা কেন

যারা নতুন আইনের সমালোচনা করছেন তারা বলছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে মাদক উদ্ধার হওয়া বাধ্যতামূলক না রাখার কারণে সাইবার স্পেসে মাদক কেনা-বেচা কিংবা সরবরাহ বা যোগাযোগের অভিযোগ তুলে নিরীহ ব্যক্তিদের হয়রানির সুযোগ বাড়বে। আইনজীবী ফেরদৌস হোসেন তার ভেরিফায়েড পাতায় লিখেছেন, "নতুন আইনে মাদক সরবরাহে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হইছে। হ্যাঁ, এই মৃত্যুদণ্ডের অপব্যবহার হবে। কিছু মানুষ হুদাই ঝুলে যাবে। পুলিশ ব্যবসা করবে।" অবশ্য মাদক সংক্রান্ত আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান নতুন কিছু নয়। ২০১৮ সালের আইনেও ইয়াবা প্রতিরোধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়েছিল। ওই আইনে ২০০ গ্রামের বেশি ইয়াবা অথবা ২৫ গ্রামের বেশি হেরোইন বা কোকেন বহনের দায়ে দোষী ব্যক্তির জন্য মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছিল। আইনজীবী নাজমুল হাসান বিবিসি বাংলাকে বলছেন, "মাদক মামলার বিচারে আমরা দেখছি যে, মাদক সাথে পাওয়া গেলেও যথাযথ ল্যাব বা টেস্টিং সক্ষমতা না থাকা অনেক ক্ষেত্রেই অভিযুক্তরা খালাস পেয়ে যায়। এখন আবার সাইবার স্পেসের বিষয়গুলোকে এমনভাবে রাখা হয়েছে, যেখানে মাদক উদ্ধারের কোনো বিষয় নেই। ফলে আইনটি অপব্যবহার করে নিরীহ মানুষকেও পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানোর সুযোগ বাড়বে।" তবে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবীদের একজন মনজিল মোরসেদ বলছেন, মাদক নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারই দিতে হবে এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন আইনকে যৌক্তিক বলেই মনে করেন। "তবে উদ্বেগ তৈরির কারণ হলো, এদেশে সব আইনই অপব্যবহার হয়। এখানেও সুযোগ আছে। ফলে আইনটি যারা প্রয়োগ করবেন, তাদের উচিত হবে সতর্ক থাকা, যাতে করে কোনোভাবেই অপপ্রয়োগের অভিযোগ না ওঠে। অপপ্রয়োগ হলেই জনমনে প্রশ্ন উঠবে এবং তাতে মাদকবিরোধী অভিযান ক্ষতিগ্রস্ত হবে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। তার মতে, অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেলেই আইনটি প্রয়োগ হবে বলে তিনি মনে করেন।

মাদক কী ও কোনগুলো

মাদকদ্রব্য হলো একটি রাসায়নিক দ্রব্য, যা গ্রহণে মানুষের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব পড়ে এবং যা আসক্তি সৃষ্টি করে। মাদক সেবন করলে মানুষের মনোদৈহিক- অর্থাৎ, শরীর ও মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় এবং এটি শারীরিক ও মানসিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করে বলে চিকিৎসকরা বলে থাকেন। বাংলাদেশে মদ, গাঁজা, ফেনসিডিল ছাড়াও ইয়াবা কিংবা আইসের মতো মাদকের বিস্তার বাড়ছে এবং এগুলো বিস্তারে অনলাইন প্ল্যাটফর্মই বেশি ব্যবহার হচ্ছে বলে দাবি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। কিন্তু দেশি-বিদেীম মদপান করলেও এই আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে সংস্থাটির মহাপরিচালক মারুফ হাসান বলেছেন, যাদের পারমিট আছে, তাদের নিয়ম মেনে গ্রহণ করতে পারে। "কিন্তু গণহারে কেউ মদ বিক্রি করলে বা লাইসেন্সের বাইরে বেচা-কেনা হলে, সেটা অবশ্যই অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে," বলেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক অমুসলিম নাগরিকরা ছাড়াও অনেকে চিকিৎসকের পরামর্শের কারণে মদ্যপানের পারমিট পেয়ে থাকেন। এর বাইরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলছে, প্রচলিত অসংখ্য মাদকদ্রব্যগুলোকে আইনে তিন ভাগে রাখা হয়েছে। এতে 'ক' শ্রেণিতে পপি গাছ, পপি ফল, কোকো উদ্ভূত মাদক, আফিম, কোকেন, হেরোইন, ফেনটানাইল, মরফিনসহ মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ধরনের আরও অনেক দ্রব্যাদি। 'খ' শ্রেণিতে পড়েছে গাঁজা, ভাং, সিদ্ধিসহ নেশা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে কিংবা আসক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম যে-কোনো উদ্ভিদ ছাড়াও অ্যালকোহল সহযোগে প্রস্তুত বিভিন্ন তরল বা ঔষধ, যা আসক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম বা নেশার উপকরণ হিসেবে পান করা হতে পারে। ওয়াইন, বিয়ার, চোলাইমদ, যে-কোনো ধরনের মদ কিংবা নেশা সৃষ্টিকারী যাতে শূন্য দশমিক ২ শতাংশের বেশি অ্যালকোহলযুক্ত। আর 'গ' শ্রেণিতে আছে মিথানল ও মিথানল মিশ্রিত যে-কোনো তরল রাসায়নিক পদার্থ, স্পিরিট, মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত নয় এমন কোনো বাণিজ্যিক স্পিরিট, তাঁড়ি, পঁচুই ইত্যাদি। এর বাইরেও আরও বহু মাদক এই শ্রেণিতে রাখা হয়েছে যেগুলোর নাম খুব একটা পরিচিত নয়।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

নরসিংদীতে শিশুর পা মুচড়ে দেওয়ার ভিডিও ভাইরাল, পারিবারিক দ্বন্দ্বে শিশুর ওপর নৃশংসতা কেন?

পারিবারিক কলহের জের ধরে নরসিংদীতে তিন মাস বয়সি একটি শিশুর বাম পা মুচড়ে দিচ্ছেন এক নারী, এমন একটি ঘটনার ভিডিও নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা চলছে। ভিডিওটিতে দেখা যায়, একটি কক্ষে এক নারী বিছানার ওপর শোয়া শিশুটির গায়ের কাপড় সরিয়ে বাম পা বের করে মুচড়ে দিচ্ছেন। এরপর এদিক-সেদিক তাকিয়ে সাথে সাথেই ওই কক্ষ ছেড়ে চলে যান তিনি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে খোঁজ নিতে ঘটনাস্থলে যান। ১১ জুলাইয়ের এই ঘটনাটি নরসিংদী সদর উপজেলার মাধবদীতে। নরসিংদীর মাধবদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামাল হোসেন বিবিসি বাংলাকে জানান, ওই নারী ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন। একইসঙ্গে, এই ঘটনায় ওই নারীর বাবা ও স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে এক থেকে ১৪ বছর বয়সি শিশুদের মধ্যে উদ্বেগজনকভাবে প্রতি ১০ শিশুর মধ্যে নয়টিই প্রতি মাসে পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়। ২০২৪ সালের ২৩ জুন এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে জাতিসংঘের এই সংস্থাটি।

সমাজ অপরাধ বিশ্লেষকেরা বলছেন, বাংলাদেশের নরসিংদীর ওই ঘটনা নতুন কোনো ঘটনা নয়। পরিবারের বড়ো সদস্যদের মধ্যে থাকা শত্রুতা, দূরত্ব, দ্বন্দ্ব, পারিবারিক মনোমালিন্য, কথা কাটাকাটির জের ধরে শিশুর ওপরে প্রতিশোধ নেওয়া বাংলাদেশে রয়েছে, সেটি ইউনিসেফের ওই প্রতিবেদনেই প্রতিফলিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যান ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ড. তৌহিদুল হক বলছেন, “বড়োদের সাথে বড়োদের যখন কোনো শত্রুতা, মনোমালিন্য তৈরি হয় এবং একজন আরেকজনের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে না, তখন তারা একে অপরের দুর্বল ও আবেগের জায়গা অনুসন্ধান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখি যে, শিশুর ওপরই প্রতিশোধ গ্রহণ করে ওই ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে চায়।”

নরসিংদীতে শিশুটির সাথে ঠিক কী ঘটেছিল?

ভিডিওটিতে দেখা যায়, নরসিংদীর মাধবদীর ভুক্তভোগী শিশুটি মায়ের পাশে বিছানায় শুয়ে আছে। একপর্যায়ে মা উঠে গেলে, একজন নারী ওই কক্ষে প্রবেশ করে কাঁথা সরিয়ে তার বাম পা বের করে মুচড়ে ধরেন। অল্প কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনি বের হয়ে যান। শিশুটি চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। যে নারীকে শিশুর পায়ে আঘাত করতে দেখা যাচ্ছে, তিনি শিশুটির চাচী বলে জানা গেছে। শিশুটির মা গণমাধ্যমে বলেছেন, “আমাদের দুই জায়ের মধ্যে একটু ঝগড়া হইছিল ওইদিন। ওই রাগে একটু করছিল হয়ত, কথা কাটাকাটি হয়েছে।” নরসিংদীর মাধবদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামাল হোসেন বিবিসি বাংলাকে জানান, এই পরিবারটি একান্নবর্তী পরিবার। এখনো তারা ভাইয়েরা একসাথে ব্যবসা করেন এবং একই বাড়িতে একই হাঁড়িতে রান্না হয়। এই পুলিশ কর্মকর্তা বলছিলেন, শিশুটির জন্মের পর থেকে প্রায় তিন মাসই অসুস্থ বলে হাসপাতালেই বেশি থাকতে হয়েছে। “প্রাথমিকভাবে জানতে পারছি বাচ্চাটা যখন ভূমিষ্ট হইছে, তখনই বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে ভর্তি হয় হাসপাতালে, জন্মের পর থেকে ২১ দিন টানা ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালের আইসিউতে ছিল। বিভিন্ন সময় বাড়িতে নিয়ে আসলেও তাকে আবারও হসপিটালে নেওয়া হয়। প্রায় তিন মাস বয়স বাচ্চার, প্রায় দুই-আড়াই মাসের মতো সে হসপিটালেই থাকে,” বলেন মি. হোসেন। তিনি জানান, একান্নবর্তী পরিবারে এখনও দুই ভাইয়ের আয়ের উৎস এক হওয়ায় সেখান থেকেই চিকিৎসার এই খরচ বহন করতে হয়েছে। এছাড়া অসুস্থ শিশুটিকে নিয়ে তার মা বেশিরভাগ সময়ই হাসপাতালে থাকায় সংসারের কাজের চাপ একজনের ওপরই পড়েছে। আর এটি নিয়েই দুই জায়ে কথা কাটাকাটি হয়।

মাধবদী থানার ওসি মো. কামাল হোসেন বলেন, “একান্নবর্তী পরিবার, এই টাকাটা দুই ভাইয়ের আয় থেকেই গেছে। ভিকটিমের মা দুই মাস ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত, সংসারের কোনো কাজই সহায়তা করতে পারে না। এটা নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি, ঝগড়া হইছে। এই সকল কারণে এই বাচ্চাটাকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে সে আঘাত করতো। একটা ক্রুয়েলটি কাজ করছে তার ভিতর।” এই পুলিশ কর্মকর্তা জানান, শিশুটির মা ওই ঘটনার একটি ভিডিও গোপনে ধারণ করেছিল। পরে সেটি অভিযুক্ত নারীর স্বামী কাওসার হককে দিলে তারা তথ্য গোপন করার জন্য মোবাইল থেকে ডিলিট

বা মুছে ফেলেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভিডিওটি দেখে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনাস্থলে যান বলে জানান পুলিশ কর্মকর্তা মি. হোসেন। "আমরা মোবাইলটা জব্দ করছি, প্রাথমিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ভিডিওটা ডিলিট বা প্রপার্টিতে ওইটা নাই। আমরা ফরেনসিক করার জন্য জব্দ করছি। এই আলামত বা তথ্য গোপন করার জন্য তারা পরস্পর যোগসাজশে এটা করছে, তাদের বিরুদ্ধে প্যানাল কোডের ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগে মামলা করা হয়েছে," বলেন মাধবদী থানার ওসি। পরিবারটি এই ঘটনায় মামলা করতে চায়নি, ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে বলে জানান তিনি। পুলিশ কর্মকর্তা মো. কামাল হোসেন বলেন, "একান্নবর্তী পরিবারে একসাথে বড়ো ভাই, ছোটো ভাই ভাত খায়, কীভাবে মামলা করবে। তারাতো বলে কিছুই হয় নাই, এআই দিয়ে এগুলা করা হয়েছে। এটা একটা সামাজিক অপরাধ, শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা হয়েছে। এটা আরো বিস্তার লাভ করবে ধামাচাপা পড়ে গেলে, এ কারণেই সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে।" তিনি জানান, পরে বিষয়টি স্থানীয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে পরে জেলা প্রবেশন কর্মকর্তা রিজা আক্তার তিনজনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেছেন। এই ঘটনায় অভিযুক্ত নারী পলাতক, তবে ওই নারীর স্বামীসহ দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদনের শুনানি হবে আগামী রোববার।

মাধবদী থানার ওসি মি. হোসেন বলেন, "মামলা করা হয়েছে ২০১৩ সালের শিশু আইনের ৭০ ধারায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে শিশুকে আঘাত করা, পা মুচড়ে দেওয়ার বিষয়টিতে। আর যে মোবাইল দিয়ে ভিকটিম শিশুটির মা ভিডিও ধারণ করেছিল, সেই ধারণকৃত ভিডিও সে তার ভাসুরকে পাঠাইছিল। সে আর তার শ্বশুর আইসা দেখে তথ্য গোপন করার জন্য ডিলিট করে দেয়।" মাধবদী থানার ওসি মো. কামাল হোসেন জানান, শিশুটির শারীরিক অবস্থা এবং যে পায়ে আঘাত পেয়েছে কিনা, সেটি পরীক্ষার জন্য মেডিকেল টেস্ট করানো হয়েছে। তবে এখনও প্রতিবেদন পাননি তিনি। এদিকে, নরসিংদী সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ফরিদা গুলশানারা কবির জানান, ওই ঘটনার জন্য শিশুটির পায়ে এক্সরে করা হয়েছে। আঘাতের কারণে শিশুটির পায়ে 'কোনো ইনজুরি বা ক্ষত' পাওয়া যায়নি। "আমরা তাকে শারীরিকভাবে পরীক্ষা করেছি এবং পায়ের এক্সরেও দিয়েছি। যে ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনার সাথে রিলেট কোনা ইনজুরি আছে, এরকম কিছু পাইনি," বলেন মিজ কবির। শিশুটির আঘাতপ্রাপ্ত পায়ের কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "কিছুটা অবশ্যই ব্যথা পেয়েছে, তবে আমাদের কাছে যখন আসলো, তখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কোনো ইনজুরি পাইনি।" কিন্তু, শিশুটি জন্মগতভাবেই কিছু সমস্যায় ভুগছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "সেই রিলেটেড কিছু সমস্যা আমাদের কাছে উঠে এসেছে এবং যে চিকিৎসা দরকার, আমরা তাকে সেই চিকিৎসা করবো। বাচ্চাটি এই মুহূর্তে ভালো আছে কিন্তু তার জন্মগত যে সমস্যাগুলোর চিকিৎসা, তা সময়মতো করবো।"

অপরাধ বিশ্লেষকরা যা বলছেন

এই লেখার শুরুতেই ইউনিসেফের যে প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "বিশ্বব্যাপী পাঁচ বছরের কম বয়সি ৪০ কোটি শিশু বা এই বয়সিদের মধ্যে প্রতি ১০টি শিশুর মধ্যে ছয় শিশু নিয়মিত বাসায় শারীরিক আঘাত বা শারীরিক শাস্তি সহ্য করে।" "তাদের মধ্যে ৩৩ কোটির মতো শিশুকে শারীরিকভাবে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে" বলে ইউনিসেফের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক এই সংস্থাটি বলছে, "শিশু অধিকার সনদ-এর ৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রতিটি শিশুর বিকাশ এবং সুস্থতার নিশ্চয়তা দেওয়া আমাদের সকলের দায়িত্ব।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তৌহিদুল হক বলছেন, এমনও অনেক সময় দেখা যায়, পারিবারিক কলহের জের ধরে নিজের সন্তানকে হত্যা করে যার সাথে বিরোধ, তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া হয়। সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ককেন্দ্রিক মনস্তত্ত্বগত জায়গা থেকে দেখলে এটি মানবিকতা বহির্ভূত মনস্তত্ত্ব হলেও, এটিকে অপরাধমূলক ঘটনা হিসেবেই গণ্য করতে হবে বলে গুরুত্বারোপ করেন তিনি। অধ্যাপক হক বলেন, "মানবিকতা বহির্ভূত এক ধরনের মনস্তত্ত্ব ওই নারীর মাঝে কাজ করেছে। এটা অনেকের মধ্যেই আছে। এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যখন তিনি কাউকে আক্রমণ করা, হাত-পা ভাঙা অথবা জীবন বিনাশকারী আচরণ করবেন, সেটাকে অপরাধমূলক মনস্তত্ত্ব হিসেবে গণ্য করেই পরিবার মামলা না করলেও রাষ্ট্র বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে মামলা করতে হবে।" তবে বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা এসব ঘটনাকে ত্বরান্বিত করে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এই বিশ্লেষক।

সমাজ-অপরাধ বিশ্লেষক অধ্যাপক ড. তৌহিদুল হক বলেন, "দ্রুত সময়ের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করতে না পারলে এসব ঘটনার প্রভাবে হারিয়ে যায় এবং এই ধরনের মনস্তত্ত্বের ব্যক্তি সেটা নারী কিংবা পুরুষ, তাদের সামনে সতর্ক হওয়ার বা আইনের ভয়ে ভালো আচরণ করার কোনো দৃষ্টান্ত সহজে আমরা তৈরি করতে পারি না। ফলে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে বা পরিবেশে বারবার তারা এমন ঘটনা সংঘটিত করে থাকে।" উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের শিশু আইনের যে-সব ধারায় নরসিংদীর ঘটনায় মামলা করা হয়েছে, তাতে শিশুকে আঘাত করার শাস্তি পাঁচ বছরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

সৌদি আরব ও কুয়েতের ২০০ কোটির বেশি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করবে যুক্তরাষ্ট্র

সৌদি আরব ও কুয়েতের কাছে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ঘোষণা করেছে যে, দেশটির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য সৌদি আরবের কাছে প্রায় ১.৯৬ বিলিয়ন বা ১৯৬ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত ক্রমেই বাড়তে থাকার প্রেক্ষাপটে

এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এক বিবৃতিতে বলেছে, "এই বিক্রি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা লক্ষ্যকে সমর্থন করে, কারণ এর মাধ্যমে নেটোভুক্ত নয় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র দেশের নিরাপত্তা জোরদার হবে। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সৌদি আরব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।" দপ্তরটি আরও জানিয়েছে, সৌদি আরবের জন্য প্রস্তাবিত চুক্তির আওতায় বিমান থেকে আকাশে এবং বিমান থেকে ভূ-পৃষ্ঠে পরিচালিত অভিযানে ব্যবহারের জন্য 'অ্যাডভান্সড প্রিসিশন উইপন সিস্টেম'-এর সর্বোচ্চ ২০ হাজার গাইডেন্স ইউনিট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর পাশাপাশি থাকবে লঞ্চার, ওয়ারহেড, খুচরা যন্ত্রাংশ, প্রশিক্ষণ এবং লজিস্টিক সহায়তা। এদিকে, কুয়েতের জন্য বিমানসংক্রান্ত প্রযুক্তিগত সহায়তার একটি পৃথক ৪৮৪ মিলিয়ন বা ৪৮ কোটি ৪০ লাখ ডলারের প্যাকেজও অনুমোদন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। কুয়েতের সঙ্গে অস্ত্র বিক্রয় চুক্তির মধ্যে সি-১৭ যুদ্ধবিমান সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত সহায়তা ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে আছে যন্ত্রাংশ, রক্ষণাবেক্ষণ সেবা, সফটওয়্যার, প্রশিক্ষণ এবং লজিস্টিক সেবা। কংগ্রেসের পর্যালোচনা শেষে এই অস্ত্র বিক্রয় চূড়ান্ত করা হবে এবং বাস্তবায়ন করা হবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরানে ছয় ঘণ্টা ধরে হামলা চালানোর দাবি যুক্তরাষ্ট্রের

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী বলেছে, তারা ইরানের একাধিক স্থানে ছয় ঘণ্টাব্যাপী হামলা চালিয়েছে, যার উদ্দেশ্য ছিল হরমুজ প্রণালিতে "নির্দোষ নৌযানচালকদের হুমকির মুখে ফেলার ক্ষেত্রে ইরানের সক্ষমতা দুর্বল করা"। এদিকে, তেহরান জানিয়েছে, তারা ওই অঞ্চলে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে, যার মধ্যে জর্ডান, কুয়েত ও বাহরাইনও রয়েছে। যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া নিয়ে চাপ বাড়ার মধ্যেই নতুন করে শুরু হওয়া পাল্টাপাল্টি হামলা ষষ্ঠ দিনে গড়িয়েছে। সাম্প্রতিক হামলাগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিভিন্ন স্থানে কমান্ড সেন্টার, আকাশ প্রতিরক্ষা স্থাপনা এবং উপকূলীয় নজরদারি কেন্দ্রগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। এর মধ্যে বন্দরনগরী বন্দর আব্বাস এবং গ্রেটার টুনব দ্বীপও রয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড বা সেন্টকম। ইরানজুড়ে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে এবং তেহরানে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করা হয়েছে বলে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে। এর কিছুক্ষণ পরই উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলো হামলার খবর দেয়। কুয়েতের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা ড্রোন হামলা প্রতিহত করেছে। অন্যদিকে, বাহরাইনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নাগরিকদের শান্ত থাকার এবং নিকটতম নিরাপদ স্থানে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। ইরানের সামরিক বাহিনী আরও বলেছে, তাদের সর্বশেষ হামলায় জর্ডানে যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জ্বালানি সংরক্ষণ স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। পৃথকভাবে, বুধবার যুক্তরাষ্ট্র কুরাসাওর পতাকাবাহী একটি খালি তেলবাহী ট্যাংকারে হামলা চালিয়ে সেটি অচল করে দেয়। সেন্টকমের দাবি, জাহাজটি অবরুদ্ধ একটি ইরানি বন্দরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সাম্প্রতিক এই পাল্টাপাল্টি হামলার আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে সতর্ক করে বলেছিলেন, তারা ভদ্র আচরণ করাই ভালো, অন্যথায় আলোচনায় ফিরে না এলে আরও সামরিক পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে হবে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

কলকাতা বিমানবন্দরের ভেতরে মসজিদ বন্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ডাক

কলকাতার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ের কাছেই অবস্থিত গৌরীপুর জামা মসজিদ বা বাঁকরা মসজিদ বন্ধের ঘটনায় শুক্রবার প্রতিবাদের ডাক দিলেন পশ্চিমবঙ্গের সাবেক গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। বিমানবন্দরের ভেতরে অবস্থিত এই মসজিদ গত শনিবার থেকে বন্ধ রয়েছে। দ্বিতীয় রানওয়ের সম্প্রসারণ এবং বিমানবন্দরের সুরক্ষার কারণে মসজিদ সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার মসজিদ কমিটি একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সেখানে মি. চৌধুরী বলেন, "১৩৬ বছরের পুরানো মসজিদে অন্যায় ও অবৈধভাবে নামাজ বন্ধের বিরুদ্ধে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করব।" পাশাপাশি, তিনি জানিয়েছেন, ওই মসজিদে যারা এতদিন ধরে নামাজ পড়ে এসেছেন, তারা আগামীকাল সেখানে উপস্থিত হবেন নামাজ পড়ার জন্য। "আমি অনুরোধ করব আমাদের যেন নামাজ আদায় করতে দেওয়া হয়। যদি ঢুকতে না দেয়, তাহলে ধস্তাধস্তি করব না। আমরা শান্তিপ্রিয়," বলেছেন তিনি। সরকারকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সুরাহা খোঁজার কথা বলেছেন তিনি। পাশাপাশি জানিয়েছেন, অবিলম্বে যেন তাদের মসজিদে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। বিমানবন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণের সময় এই মসজিদ গিয়ে পড়ে এয়ারপোর্টের অংশে। এই প্রথম নয়, বাম আমলে এবং পরে তৃণমূল সরকারের সময়েও অসামরিক বিমানচলাচল মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মসজিদ অন্যত্র সরানোর বিষয়ে জানানো হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার আসার পর এই বিষয়ে নজর দেয়। এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মধ্যে এই নিয়ে গত মে মাসে বৈঠক হয়। সেই সময়ে মসজিদ কমিটিকেও জানানো হয়েছিল বলে প্রশাসনের তরফে দাবি করা হয়েছে। তবে মসজিদ কমিটির অভিযোগ তাদের এই বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি। কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করার পর, পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখে এয়ারপোর্টের শাটল বাস সার্ভিসের চাপিয়ে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে নিয়ে যাওয়া হতো। সিআইএসএফ-এর জওয়ানরা এর দায়িত্বে থাকতেন। মসজিদ কমিটির দাবি, শনিবার প্রাথমিকভাবে তাদের জানানো হয়েছিল রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ও আবহাওয়ার কারণে শনিবার ভোরে মসজিদ বন্ধ রাখা হয়েছে। পরে নামাজ আদায়

করতে জড়ো হওয়া স্থানীয় বাসিন্দাদের আবারও জানানো হয় কর্তৃপক্ষের তরফে মসজিদে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আছে। এরপর বিতর্ক শুরু হয়। সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী অভিযোগ করেন, বুধবার রাতে সংশ্লিষ্ট থানায় গেলেও তাদের অভিযোগ নেওয়া হয়নি। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফেও সহযোগিতা মেলেনি। এর আগে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, "আমরা কাউকেই ধর্ম পালনে বাধা দিচ্ছি না। কিন্তু কলকাতা বিমানবন্দরের অবস্থান আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তাই এভাবে মসজিদ খুলে রাখা যায় না।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী জাহাজে ভারতীয় নাবিক নিয়োগে দিল্লির নিষেধাজ্ঞা

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যেই জাহাজে নাবিক নিয়োগ নিয়ে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে ভারত। জাহাজের মালিক ও নাবিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেশটি বলেছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী জাহাজে যেন ভারতীয় নাবিক নিয়োগ না দেওয়া হয়। গত সপ্তাহ থেকে ওই অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর হামলায় অন্তত দুইজন ভারতীয় নাবিক নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার পর এই নির্দেশনা জারি করেছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্বের বাণিজ্যিক জাহাজ খাতে সবচেয়ে বেশি নাবিক সরবরাহকারী দেশগুলোর একটি হলো ভারত। দেশটির নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে তিন লাখ ২০ হাজারেরও বেশি ভারতীয় নাবিক এই খাতে কর্মরত ছিলেন। ভারতের নৌপরিবহণ মহাপরিদপ্তর গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছে, "পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচল করবে- এমন কোনো জাহাজে ভারতীয় নাবিক নিয়োগ দেওয়া যাবে না।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থা নিয়ে সরকারি হস্তক্ষেপের নির্দেশ দিল্লি হাইকোর্টের

গত ১৯ দিন ধরে দিল্লিতে অনশনতরত ভারতের শিক্ষাবিদ ও পরিবেশকর্মী সোনাম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। সরকারকে অবিলম্বে তার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। ডাক্তারি পড়ার সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা 'নিট'-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং তার জেরে কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে ককরোচ জনতা পার্টি। দলটির দাবি, সারা দেশে অন্তত ২০ জন পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। তারা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি জানাচ্ছেন। ওই দাবিতেই ১৯ দিন ধরে অনশন করছেন সোনাম ওয়াংচুক। মি ওয়াংচুকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য জরুরি হস্তক্ষেপ চেয়ে করা একটি জনস্বার্থ মামলার (পিআইএল) শুনানির সময়ে প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তেজস কারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ তার নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। আদালত জানিয়েছেন, সরকারী চিকিৎসক দ্বারা নিয়মিত তার শারীরিক পরীক্ষা করাতে হবে। দিল্লি হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ- দেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবন মূল্যবান। তার সুরক্ষার দায়িত্ব সরকারের। সোনাম ওয়াংচুকের অনশনের ১৯তম দিনে চিকিৎসক জানিয়েছেন তার ওজন ৯ কেজির বেশি কমেছে। সুগার লেভেলও স্বাভাবিকের থেকে কম। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লি মেডিকেল রেজিস্ট্রেশনের সচিব ডা. সতীশ লাম্বা মি ওয়াংচুককে পরীক্ষা করে জানান, তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ রয়েছে। তার উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের কারণে পেশীর ক্ষয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতি হতে পারে, তাই তাকে ২৪ ঘণ্টা নজরদারিতে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আগামী ২০ জুলাই ভারতের সংসদ ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছেন সোনম ওয়াংচুক।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

কানাডায় ৮৫৭টি দাবানল, ধোঁয়ায় বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ

কানাডা জুড়ে এখন ৮০০টিরও বেশি দাবানল জ্বলছে এবং সেই ধোঁয়ায় বাতাসের মান খারাপ হয়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক অঙ্গরাজ্যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স অনুযায়ী, দেশটির মিশিগান অঙ্গরাজ্য এবং মিনেসোটার মিনিয়াপোলিসের বিস্তীর্ণ এলাকার বায়ুর মান 'বিপজ্জনক' পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাই, ওইসব স্থানের বাসিন্দাদের ঘরের ভেতরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া সংস্থা (এনওএএ) জানিয়েছে, আপার মিডওয়েস্ট, গ্রেট লেকস অঞ্চল থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা জুড়ে এই সতর্কতা কার্যকর রয়েছে। কানাডিয়ান ইন্টারএজেন্সি ফরেস্ট ফায়ার সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশটিতে ৮৫৭টি দাবানল সক্রিয় রয়েছে। এর মধ্যে বৃহস্পতিবারই নতুন করে ২৩টি দাবানলের সূত্রপাত হয়েছে। কানাডিয়ান ওয়াইল্ডল্যান্ড ফায়ার ইনফরমেশন সিস্টেম বলছে, অধিকাংশ দাবানলই এখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বিশেষ করে, অন্টারিও'র পশ্চিমাঞ্চলের বড়ো বড়ো দাবানল তৈরি হয়েছে এবং সেগুলো থেকে তৈরি হওয়া ঘন ধোঁয়ায় দেশটির থান্ডার বে ও টরন্টোর বায়ুর মানের মারাত্মক অবনতি হয়েছে। একইসঙ্গে অপেক্ষাকৃত হালকা ধোঁয়া উঁচু বায়ুমণ্ডল দিয়ে গ্রেট লেকস পেরিয়ে নিউইয়র্ক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে আকাশ ধোঁয়াটে দেখা যাচ্ছে, আর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি লালচে দেখাতে পারে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

হুথিদের লোহিত সাগরের তেল পরিবহন পথ বন্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেছে ইরান: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানের বিদ্যুৎ অবকাঠামোর ওপর হামলা চালায়, তাহলে লোহিত সাগরে তেল পরিবহণের পথ অবরুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে ইয়েমেনের হুথিদের ইরান নির্দেশ দিয়েছে বলে তিনটি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে রয়টার্স। এই পদক্ষেপ বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহের জন্য নতুন হুমকি তৈরি করতে পারে। বিষয়টি ইসলামি প্রজাতন্ত্রের

ইরানের নেতাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে এবং ইয়েমেনে ইরানের মিত্র হুথিদের কাছে বার্তাটি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইরানের দুটি জ্যেষ্ঠ সূত্র এবং বিষয়টি সম্পর্কে অবগত একটি আঞ্চলিক সূত্র। সংবেদনশীলতার কারণে তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেন। তারা জানান, তেহরানের অনুরোধ সম্পর্কে হুথিরা খুব সম্প্রতি জানতে পেরেছে, যা এর আগে প্রকাশ্যে জানা যায়নি। রয়টার্সের সূত্রগুলো ব্যাখ্যা করেনি, কীভাবে এই বার্তা পাঠানো হয়েছে বা এটি মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইরানের বিদ্যুৎ অবকাঠামোর ওপর হামলার হুমকির পর তা পাঠানো হয়েছিল কি না। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং হুথিদের একজন মুখপাত্র রয়টার্সের মন্তব্য চাওয়ার অনুরোধের তাৎক্ষণিক কোনো জবাব দেননি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

মার্কিন হামলার জবাবে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিতে ইরানের হামলা

যুক্তরাষ্ট্র রাতভর ইরানের বিভিন্ন স্থাপনায় নতুন করে হামলা চালানোর পর উপসাগরীয় প্রতিবেশী দেশগুলোতে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্য করে নতুন দফায় হামলা চালিয়েছে ইরান। তেহরান জানিয়েছে, জর্ডান, কুয়েত ও বাহরাইনসহ ওই অঞ্চলের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়েছে। এর ফলে যুদ্ধ বন্ধে হওয়া প্রাথমিক সমঝোতা কার্যত ভেঙে গিয়ে টানা ষষ্ঠ দিনের মতো সংঘাত চলতে থাকে। এদিকে, মার্কিন সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা একাধিক দফায় বিভিন্ন স্থানে ছয় ঘণ্টাব্যাপী হামলা চালিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, হরমুজ প্রণালিতে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালানোর সক্ষমতা যাতে ইরানি বাহিনীর আরও কমে যায়, সে লক্ষ্যেই এই হামলা চালানো হয়েছে। চলমান এই হামলা-পাল্টা হামলার আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে সতর্ক করে বলেন, "তাদের ঠিকভাবে আচরণ করাই ভালো।" সাম্প্রতিক এই হামলা-পাল্টা হামলার আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে সতর্ক করে বলেন, ইরানের উচিত বাড়াবাড়ি না করা। তিনি আরও বলেন, ইরান আলোচনায় না ফিরলে ইরানকে আরও সামরিক পদক্ষেপের মুখে পড়তে হবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

রেডিও তেহরান

বন্যাদুর্গতদের পাশে ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাস, পাঠাল জরুরি ত্রাণসামগ্রী

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ঢাকাস্থ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাস। দূতাবাসের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অন্যান্য মুসলিম দেশের দূতাবাসগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে তারা বন্যাদুর্গত এলাকায় মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে দেশজুড়ে ভারী বর্ষণ এবং তার ফলে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিসহ বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। অতিবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যা ও পাহাড় ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮। আর দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ১২ লাখ ছাড়িয়ে যাওয়ার তথ্য দিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। এই কঠিন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে ইরান দূতাবাস। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, একটি পুণ্যময় ও মানবিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইরান দূতাবাসের পক্ষ থেকে বন্যাদুর্গত এলাকার মানুষের জন্য জরুরি ত্রাণসামগ্রী পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চাল, চিনি, বিশুদ্ধ খাবার পানিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কষ্ট লাঘবে অন্যান্য মুসলিম ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে এই খাদ্য ও জরুরি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে দূতাবাস কর্তৃপক্ষ।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

মার্কিন হামলার নিন্দা জানাক জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধানঃ ইরান

জাতিসংঘের জেনেভা কার্যালয়ে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, যেন তিনি ইরানের বিরুদ্ধে চলমান মার্কিন সামরিক হামলার নিন্দা জানান। তিনি সতর্ক করে বলেন, এসব হামলার ফলে গুরুতর মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে ইরানের রাষ্ট্রদূত আলী বাহরেইনি বলেন, "অবৈধ হামলাগুলো" আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে, এতে বহু বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বাহরাইনে হামলার শিকার হওয়া কয়েকটি বেসামরিক স্থাপনার তালিকা তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে তেহরান-মাশহাদ রেলপথের কিছু অংশ, দেহলোরান জেলার একটি সুপেয় পানির পরিশোধন কেন্দ্র এবং হোভেইযেহ ও দাশত-ই আজাদেগান জেলার গম সংরক্ষণাগার। রাষ্ট্রদূত আরও জানান, হামলার অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ছিল দক্ষিণাঞ্চলের মাছ ধরার নৌযান, সেমনান বিমানবন্দর এবং আহভাজের শহীদ বাকায়ি হাসপাতালের আশপাশের এলাকা। ওই হাসপাতালের কাছে সাম্প্রতিক এক হামলার কারণে ক্যানসারে আক্রান্ত শিশু রোগীদের জরুরি ভিত্তিতে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হয়।

পক্ষপাতমূলক মানবাধিকার মানদণ্ডের বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা

ইরানি কূটনীতিক সামরিক হামলার বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের নীরবতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, যখন জাতিসংঘের একটি সদস্য রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং বেসামরিক মানুষ ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দ্রুত ও দৃঢ় প্রতিক্রিয়ার অভাব মানবাধিকার সুরক্ষায় পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ধারণাকে আরও জোরদার করে। বাহরেইনি চিঠিতে লিখেছেন, "স্পষ্ট,

সময়োপযোগী এবং দৃঢ় প্রতিক্রিয়ার অভাব থেকে মানবাধিকার এবং আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি পক্ষপাতমূলক বা একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।" (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৬.০৭.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে অচলাবস্থা গভীর হচ্ছে

উভয়পক্ষের গোলাগুলি বিনিময়ের মাঝে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে তার নৌ অবরোধ পুনরায় শুরু করেছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড বা সেন্টকম জানিয়েছে, অবরোধ লংঘনের চেষ্টা করার সময় দুটি বাণিজ্যিক জাহাজকে তারা অন্য পথে পাঠিয়ে দিয়েছে। ওয়াশিংটন তেহরানের ওপর সামরিক চাপও বাড়াচ্ছে। সেন্টকম বুধবার জানিয়েছে, সামরিক বাহিনী ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে আক্রমণ শুরু করেছে। মার্কিন বাহিনী একটানা পাঁচদিন ধরে হামলা চালিয়ে আসছে। ইরান পুনরায় আলোচনার টেবিলে ফিরে না আসলে দেশটির বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সেতুগুলোকে হামলার লক্ষ্যবস্তু করার হুমকি দিয়ে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পেনসিলভেনিয়ায় এক সাংবাদিক সেতুর উপর হামলার কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন কিনা জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, "আমি সময়সীমা দিতে পছন্দ করি না। তবে তারা মোটামুটি জানে, তারা ঘটনাটা জানে। তাদের উচিত সঠিক আচরণ করা।" ওদিকে, ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেছেন যে, তারা এখন "প্রতিরক্ষার ওপর মনোনিবেশ করছেন" এবং আলোচনার "কোনো পরিকল্পনা নেই"। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

রুপা ও মোজাম্মেল বাবুর বিরুদ্ধে আইসিটির তদন্ত বন্ধের আহ্বান

পাঁচটি মানবাধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সাংবাদিক ফারজানা রুপা ও মোজাম্মেল বাবুর বিরুদ্ধে আইসিটি তদন্ত কার্যক্রম বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। ফারজানা রুপা, মোজাম্মেল বাবু, শাকিল আহমেদ এবং শ্যামল দত্তকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছে তারা। এক যৌথ বিবৃতিতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, আর্টিকেল ১৯, সিভিকাস, কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) বলেছে, সাংবাদিকরা যেন সংবাদ পরিবেশনের জন্য কোনো ফৌজদারি অভিযোগ, বিশেষ করে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগের মুখোমুখি না হন। যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) গত ১৪ মে ফারজানা রুপা ও মোজাম্মেল বাবুকে মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় গ্রেফতার দেখিয়েছে। ২০১৩ সালের মে মাসে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের সময় তাদের সম্প্রচারিত সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযোগ আনা হয়েছে- রাষ্ট্রপক্ষ এ কথা জানিয়ে উল্লেখ করে বিবৃতিতে আরো বলা হয়, তারা তখন হতাহতের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়েছিলেন- সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, বিতর্কিত রাজনৈতিক ঘটনার বিষয়ে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তও সাংবাদিকতার অংশ এবং এ ধরনের কাজকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে গণ্য করার কোনো আইনি ভিত্তি নেই। এমন প্রয়াস গণমাধ্যমের ওপর ভীতিকর প্রভাব ফেলে বলেও মন্তব্য করা হয়েছে মানবাধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক পাঁচটি আন্তর্জাতিক সংস্থার যৌথ বিবৃতিতে। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, ফারজানা রুপা, মোজাম্মেল বাবু ও একাত্তর টিভির সাংবাদিক শাকিল আহমেদ এবং ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত ২০২৪ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাস থেকেই আটক। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। গণ-অভ্যুত্থানের সময় মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা একাধিক হত্যা মামলায় এই চারজনকে গ্রেফতার করার কথাও উল্লেখ করা হয় বিবৃতিতে। সেখানে আরো বলা হয়, গত ১১ মে হাইকোর্ট ফারজানা রুপা ও শাকিল আহমেদকে তাদের বিরুদ্ধে করা অধিকাংশ মামলায় জামিন দেয়, কিন্তু আপিল বিভাগ পরে সেই জামিনাদেশ স্থগিত করে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, আর্টিকেল ১৯, সিভিকাস, কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) মনে করে, আইসিটির নতুন অভিযোগগুলো ফারজানা রুপা ও মোজাম্মেল বাবুকে আটক রাখার একটি ভিন্ন আইনি পথ তৈরি করছে, যার ফলে হত্যা মামলাগুলোতে জামিন পেলেও মুক্তি পাওয়া তাদের জন্য কঠিন হতে পারে। সরকারের প্রতি ফারজানা রুপা, মোজাম্মেল বাবু, শাকিল আহমেদ এবং শ্যামল দত্তকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্য আহ্বানও জানানো হয়েছে যৌথ বিবৃতিতে। পাশাপাশি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা আইসিটি মামলাগুলোর ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন পর্যালোচনা-ব্যবস্থা চালুর আহ্বানও জানানো হয়েছে। মানবাধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক পাঁচ আন্তর্জাতিক সংস্থা মনে করে, এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হলে, তা সাংবাদিকদের ওপর নিপীড়ন বন্ধের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্বাচনি ইশতেহারের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ রনি)

নৌকাডুবিতে ৫০০-এর বেশি রোহিঙ্গার মৃত্যুর আশঙ্কা : জাতিসংঘ

সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমারের উপকূলে ৫০০-এর বেশি যাত্রী নিয়ে দুটি নৌকা ডুবে যাওয়ায় সব যাত্রীর মৃত্যুর আশঙ্কা করছে জাতিসংঘ। আজ বৃহস্পতিবার ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) এবং জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, জুন মাসের শেষের দিকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে দুটি নৌকা ছেড়েছিল। যাত্রীদের অধিকাংশই জাতিগত সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা এবং তাদের মধ্যে বাংলাদেশের

শরণার্থী শিবির থেকে যাওয়া কিছু মানুষও ছিলেন বলে বিবৃতিতে দাবি করা হয়। নৌকাডুবির "ঘটনা এবং হতাহতের সংখ্যা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি" জানিয়ে 'ব্যাপক প্রাণহানির' আশঙ্কা থাকায় এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইউএনএইচসিআর ও আইওএম। আইওএম ও ইউএনএইচসিআর জানিয়েছে, সাম্প্রতিক এই দুটি সম্ভাব্য নৌকাডুবির ঘটনার মধ্যে প্রথম নৌকাটিতে প্রায় ২৫০ জন আরোহী ছিল। যাত্রা শুরুর পরপরই নৌকাটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রায় ২৮০ জন আরোহী নিয়ে দ্বিতীয় নৌযানটি গত ৮ জুলাই মিয়ানমারের ইরাবতী উপকূলের কাছে ডুবে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিবৃতিতে বলা হয়, "এই যাত্রাগুলো সাধারণ নৌ-চলাচলের মৌসুমের বাইরে হয়েছিল। এমন সময়ে সমুদ্রের পরিস্থিতি সাধারণত অনেক বিপজ্জনক থাকে।" নিজেদের দেশ মিয়ানমারে সহিংসতা এবং বাংলাদেশের জনাকীর্ণ শরণার্থী শিবিরে চরম দুরবস্থার কারণে রোহিঙ্গা মুসলিম সংখ্যালঘুরা কাঠের নৌকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশান্তরী হচ্ছেন বছরের পর বছর ধরে। নিরাপদ আশ্রয় ও জীবিকার তাগিদে নৌপথে মূলত মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের মতো দেশে যেতে চান তারা।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজঃ ১৬.০৭.২০২৬ রনি)

ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টার সময় আটক ৬

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার মুরইছড়া সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করার সময় শিশুসহ ছয় বাংলাদেশিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আটক ব্যক্তিদের পরে কুলাউড়া থানায় হস্তান্তর করা হয়। এ ঘটনায় পাঁচজনের বিরুদ্ধে পাসপোর্ট আইনে মামলা দায়ের করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের মৌলভীবাজার আদালতে পাঠানো হয়েছে। বিজিবি ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় দালালদের সহায়তায় গত বুধবার (১৫ জুলাই) বেলা ১১টার দিকে কুলাউড়ার ইছাছড়া পুঞ্জি সংলগ্ন ১৮৪১ নম্বর মূল সীমান্ত পিলার এলাকা দিয়ে তারা ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। এ সময় বিজিবির ৪৬ ব্যাটালিয়নের মুরইছড়া ক্যাম্পের একটি টহল দল অভিযান চালিয়ে শিশুসহ ছয়জনকে আটক করে। তবে বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে দালালচক্রের সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে বুধবার রাত ৮টার দিকে আটক ব্যক্তিদের কুলাউড়া থানায় হস্তান্তর করা হয়। মুরইছড়া বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েক সুবেদার আক্তার হোসেন বাদী হয়ে শিশুকে বাদ দিয়ে বাকি পাঁচজনের বিরুদ্ধে পাসপোর্ট আইনে মামলা দায়ের করেন। এর আগে, গত সোমবার নেত্রকোনার দুর্গাপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় এক রোহিঙ্গা নারী ও তার শিশু সন্তানকে আটক করা হয়। আটকের পর তাদের কক্সবাজারের কুতুপালং রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে ফেরত পাঠানো হয়। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজঃ ১৬.০৭.২০২৬ রনি)

আফগানিস্তানে জাতিসংঘের সহায়তা মিশনের প্রধান রাবাব ফাতিমা

বাংলাদেশি কূটনীতিক রাবাব ফাতিমাকে আফগানিস্তানে তার নতুন বিশেষ প্রতিনিধি এবং আফগানিস্তানে জাতিসংঘ সহায়তা মিশন (ইউএনএএমএ)-এর প্রধান হিসেবে নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে জাতিসংঘ এ তথ্য জানিয়েছে। কিরগিজস্তানের রোজা ওতুনবায়েভার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন রাবাব ফাতিমা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিসে তিন দশকেরও বেশি সময়ের অভিজ্ঞ রাবাব ফাতিমা বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় কূটনীতি, নীতি প্রণয়ন, অ্যাডভোকেসি এবং প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘের আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল এবং স্বল্পোন্নত দেশ, ভূ-বেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশ ও ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহের হাই-রিপ্রেজেন্টেটিভের দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে, ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্থায়ী প্রতিনিধি থাকাকালীন তিনি ২০২০ সালে ইউনিসেফ এবং ২০২২ সালে ইউএন-ওমেনের নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া ২০২১ সালে তিনি ইউএনডিপি/ইউএনএফপিএ/ইউএনওপিএসের নির্বাহী বোর্ডের সহ-সভাপতি ছিলেন। ২০২২ সালে তিনি প্রথম নারী হিসেবে জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের (পিসবিল্ডিং কমিশন) চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। এ ছাড়া, তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনের অন্যতম সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পেশাদার কূটনীতিক হিসেবে রাবাব ফাতিমা ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং ২০১৫-২০১৬ সালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক হিসেবে কাজ করেন। এ ছাড়া তিনি নিউইয়র্ক, জেনেভা, বেইজিং ও কলকাতায় বাংলাদেশ মিশন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থায় (আইওএম)-এ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার আঞ্চলিক উপদেষ্টা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিবাসনবিষয়ক আঞ্চলিক উপদেষ্টা (২০১২-২০১৫) হিসেবেও কাজ করেছেন রাবাব ফাতিমা। এর আগে, ২০০৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত তিনি সংস্থাটির দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক প্রতিনিধি ছিলেন। এ ছাড়া, ২০০৬-২০০৭ সালে তিনি লন্ডনের কমনওয়েলথ সচিবালয়ে মানবাধিকার বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রাবাব ফাতিমা যুক্তরাষ্ট্রের টাফটস ইউনিভার্সিটির ফ্লেচার স্কুল অব ল অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাসি থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও কূটনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এর আগে, তিনি অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সামাজিক বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজঃ ১৬.০৭.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের মতবিনিময়

সমতল অঞ্চলে বসবাসকারী দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সভায় প্রতিনিধিরা ভূমির অধিকার, সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন। তাদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনার পাশাপাশি সুখী, সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুরে সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জনপ্রশাসন সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী বিজন কান্তি সরকার, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের প্রথম সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্য আন্না মিনজ, সংস্কৃতিকর্মী সঞ্জীব দ্রংসহ ১৭ জেলার ১৮টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন, সমতলের আদিবাসী অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য জাতীয় কনভেনশন আয়োজন, 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' শব্দের পরিবর্তে জাতিভিত্তিক পরিচয়ের স্বীকৃতি, আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি, আইনগতভাবে ভূমির মালিকানা প্রতিষ্ঠা, কেন্দ্রীয় কালচারাল সেন্টার স্থাপন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণসুবিধা এবং বিভিন্ন প্রকল্প বা রিজার্ভ ফরেস্টের নামে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের বসতি থেকে উচ্ছেদ বন্ধের দাবি জানান। এ সময় প্রধানমন্ত্রী তাদের বক্তব্য অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি ও তার সরকার এমন একটি দেশ গড়ে তুলতে কাজ করছেন, যেখানে কোনো জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য থাকবে না। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সবার প্রত্যাশার বাংলাদেশ গড়তে তিনি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে চান। কাউকে আলাদা মনে করেন না। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সব প্রতিষ্ঠান ও অর্থনীতি ফ্যাসিস্ট সরকার ধ্বংস করে গেছে। প্রতি বছর ১৬ বিলিয়ন ডলার পাচার হতো। এভাবে অর্থ পাচার না হলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব হতো। তিনি বলেন, সরকার পর্যায়ক্রমে যে-সব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব, সেগুলো আগে সমাধানের চেষ্টা করছে। ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সময়ের লড়াই অনেক বড়ো। টিকে থাকতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। একইসঙ্গে দেশকে আরও ভালো অবস্থানে নিয়ে যেতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। দেশের বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১৭ বছরে এসব সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল। সে সময় সমাধান করা হলে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত। আগে উন্নয়নের অনেক গল্প শোনা গেলেও, এখন তার বাস্তবতা দেখা যাচ্ছে না। সব চাপ এখন বর্তমান সরকারের ওপর এসে পড়েছে এবং জনগণের প্রত্যাশাও অনেক। সেই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ফ্যাসিস্ট সরকার ধ্বংস করে দিয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন, শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩১ শয্যার হাসপাতালের যাত্রা শুরু হয়েছিল। পরে বিএনপি সরকার সেটিকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করে। বর্তমান সরকার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে ১০১ শয্যায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

১১ লাখের বেশি বৃক্ষরোপণ করবে সেনাবাহিনী : সেনাপ্রধান

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন সেনানিবাস ও জলসিঁড়িতে ১১ লাখ ৩৬ হাজার বৃক্ষরোপণ করা হবে। সেনাবাহিনী শুধু বৃক্ষরোপণ করে না, বৃক্ষগুলো সংরক্ষণ করে, যত্ন করে এবং এর ফলে সেনানিবাসগুলো বৃক্ষে পরিপূর্ণ থাকে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) ঢাকা সেনানিবাসের নির্ঝর আবাসিক এলাকায় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান এসব কথা বলেন। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 'বৃক্ষরোপণে সাজাই দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২৬ এ দেশের সব সেনানিবাস, ডিওএইচএস এবং জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্প এলাকার উপযুক্ত স্থানে ফলজ, বনজ ও ঔষধি প্রজাতির বৃক্ষসহ সৌন্দর্যবর্ধক গাছের চারা রোপণ করা হবে। এ কর্মসূচি সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত চলমান থাকবে। দেশের বনজ সম্পদ বৃদ্ধি ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে সবাইকে স্বপ্রণোদিত হয়ে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করাই এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে সেনাসদর ও ঢাকা অঞ্চলের উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা, বিভিন্ন পর্যায়ের সামরিক ও অসামরিক সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

ফের শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি, জনদুর্ভোগ বিবেচনায় কর্মসূচি স্থগিত

আবারও শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন এইচএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। মন্ত্রী পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে বলেও ঘোষণা দিয়েছেন তারা। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর সায়েন্সল্যাব মোড়ে এক সংবাদ সম্মেলনে একদল শিক্ষার্থী এ ঘোষণা দেন। সংবাদ সম্মেলনে ধানমন্ডির আইডিয়াল কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী মো. রায়ান বলেন, আজ বৃষ্টি এবং জনদুর্ভোগের কথা চিন্তা করে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা জানান, তারা সরকারের বিরুদ্ধে

কোনো আন্দোলন করছেন না, বরং সরকারের সহযোগিতা চাচ্ছেন। তাদের অভিযোগ, শিক্ষামন্ত্রী পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও একটি পুরো ব্যাচের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করছেন। আগামীতে পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) ছাড়া কাউকে আন্দোলনে অংশ নিতে দেওয়া হবে না উল্লেখ করে তারা জানান, যারা সরকার পতনের স্লোগান দিয়েছেন এবং আন্দোলনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, তারা সবাই বহিরাগত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচিত 'ব্রয়লার চিকেন পার্টি' নামে একটি ফেসবুক পেজের বিষয়ে জানতে চাইলে আন্দোলনকারীরা বলেন, এ পেজের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ভাষ্য, আমরা রাজনীতি করতে আসিনি। ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য মাঠে নেমেছি। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। আন্দোলনরত পরীক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলো- এমসিকিউ ও সিকিউ পরীক্ষার নম্বর একসঙ্গে যোগ করে পাশ নম্বর নির্ধারণ করতে হবে; যারা বিভিন্ন কারণে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি, তাদের জন্য আবার পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

জিয়াউর রহমানকে গুলি করেন মেজর মোজাফফর, ভারতে ছিলেন আত্মগোপনে

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যায় জড়িত ৪৫ বছর ধরে পলাতক মেজর মো. মোজাফফর হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ। রাজধানীর বনানী ডিওএইচএস এলাকা থেকে তাকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) বিকেলে ডিবির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও মামলাসংক্রান্ত বিবরণ অনুযায়ী, মেজর মোজাফফর হোসেন প্রথম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে শনাক্ত করেন এবং তাকে লক্ষ্য করে সরাসরি গুলি চালান। এরপর দীর্ঘ সময় ভারতে আত্মগোপনে ছিলেন তিনি। ডিবি জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে কোর্ট মার্শাল সম্পন্ন করার জন্য তাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

আন্দোলন করে পরীক্ষা স্থগিত বা বিনা পরীক্ষায় পাস আমরা অ্যালাউ করবো না : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আন্দোলন করে পরীক্ষা স্থগিত বা বিনা পরীক্ষায় পাশের মতো অপসস্কৃতি আমরা অ্যালাউ করবো না বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সচিবালয়ে গিয়ে দাবি আদায়, পরীক্ষা স্থগিত বা বিনা পরীক্ষায় পাসের মতো একটি 'অপসংস্কৃতি' তৈরি হয়েছিল। সেই প্রবণতার ধারাবাহিকতাই এখনো কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। আমরা শিক্ষার মান ক্ষুণ্ণ হতে দেবো না। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুরে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনকে সরকার কীভাবে দেখছে? এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এগুলো আমরা খুব একটা গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছি না। দু-একটি জেলা এবং ঢাকার কয়েকটি স্পটে সীমিতসংখ্যক মানুষকে এ বিষয়ে কথা বলতে দেখা গেছে। মিডিয়ায় আসায় বিষয়টি বেশি আলোচনায় এসেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় অটোপাস, অতিরিক্ত নম্বর দেওয়া এবং ঢালাওভাবে জিপিএ-৫ দেওয়ার সংস্কৃতির সমালোচনা করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, এসবের কারণে শিক্ষার মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বর্তমান সরকার সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে কাজ করছে। তিনি বলেন, নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা নিতে চাই। বাংলাদেশের শিক্ষার মান পুনরুদ্ধার করে জ্ঞানসমৃদ্ধ, প্রযুক্তিনির্ভর ও প্রতিযোগিতামূলক একটি জাতি গড়ে তুলতে চাই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে যারা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি বা ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের পুনরায় পরীক্ষার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এছাড়া চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের স্থগিত পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় ওই শিক্ষার্থীরাও পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশে বিয়ের নামে 'প্রতারণা' নিয়ে নিজ নাগরিকদের কড়া হুঁশিয়ারি চীনের

বাংলাদেশে অবস্থানরত নিজস্ব নাগরিকদের অবৈধ ঘটকালি সেবার মাধ্যমে বিয়ের জন্য কনে খোঁজার বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে ঢাকার চীনা দূতাবাস। দালালের মাধ্যমে বিয়ে করলে মানবপাচারের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে বলে মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানিয়েছে তারা। বাংলাদেশি আইন অনুযায়ী, মানবপাচারের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে ন্যূনতম সাত বছরের কারাদণ্ড ও কমপক্ষে পাঁচ লাখ টাকা (৪ হাজার ১০০ মার্কিন ডলার) জরিমানার বিধান রয়েছে। অপরাধের মাত্রা ভেদে এই শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া পাচারের প্ররোচনা দেওয়ার মতো অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর অপরাধের জন্যও তিন থেকে সাত বছরের জেল ও সর্বোচ্চ বিশ হাজার টাকা জরিমানার নিয়ম রয়েছে। চীনা দূতাবাস জানায়, সম্প্রতি চীনা নাগরিকদের জড়িয়ে এই ধরনের আন্তঃসীমান্ত বা ক্রস-বর্ডার বিয়ের নামে প্রতারণা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। তারা স্পষ্ট করে বলেছে যে, আন্তর্জাতিক বিয়ে অবশ্যই পারস্পরিক সম্মতি ও সত্যিকারের ভালোবাসার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। 'কনে কেনার' এই কালোবাজারি প্রায়ই আর্থিক চাঁদাবাজি ও শারীরিক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কনে খোঁজার এই আন্তর্জাতিক 'ঘটকালির বাজার' নিয়ে বেইজিং দিন দিন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ছে, কারণ চীনে এই ধরনের বাণিজ্যিক ঘটকালি সম্পূর্ণ বেআইনি বা নিষিদ্ধ। এই কালোবাজারি ব্যবসাটি চাঙ্গা হওয়ার পেছনে চীনের তীব্র লিঙ্গ বৈষম্য একটি বড়ো কারণ হিসেবে কাজ করছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

আন্দোলনে অংশ নেওয়া এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

মাইলস্টোন কলেজের টিসি পাওয়া সাবেক এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানটির পরিচয়পত্র ব্যবহার করে এইচএসসি পরীক্ষা ও প্রশ্নপত্র-সংক্রান্ত আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সেখান থেকে তিনি 'সরকারবিরোধী উসকানিমূলক বক্তব্য' দিয়েছেন উল্লেখ করে তার বিরুদ্ধে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। ওই ছাত্রীর নাম রুবাইয়া মেহজাবিন সুহি। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুরে ঢাকার তুরাগ থানায় জিডি করা হয়। জিডির আবেদনকারী হিসেবে কলেজের সিকিউরিটি অফিসার মুহাম্মদ জহুরুল ইসলামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষে এ জিডি করেন। জিডিতে বলা হয়েছে, রুবাইয়া মেহজাবিন সুহি মাইলস্টোন কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের (ইংরেজি মাধ্যম) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের একজন শিক্ষার্থী ছিলেন। তবে শৃঙ্খলাজনিত কারণে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে তাকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (টিসি) দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি কলেজটির শিক্ষার্থী নন এবং প্রতিষ্ঠানের কোনো পরিচয় ব্যবহারের অধিকারও তার নেই। এতে আরও বলা হয়, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, ওই ছাত্রী মাইলস্টোন কলেজের পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) ব্যবহার করে এইচএসসি পরীক্ষা ও প্রশ্নপত্র-সংক্রান্ত আন্দোলনে অংশ নিয়ে সরকারবিরোধী উসকানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, তিনি শিক্ষার্থী না হওয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানের পরিচয় ব্যবহার করায় সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি এতে কলেজের সুনাম ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে তুরাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. আরিফুল ইসলাম রানা জিডির তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, তুরাগ থানায় জিডিটি নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

জুলাইয়ের ৫৯ মামলায় বিপুলসংখ্যক আসামি, ধাপে ধাপে চলছে তদন্ত

জুলাই আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট ৫৯টি মামলা ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) তদন্ত করছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) শফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, প্রতিটি মামলায় বিপুলসংখ্যক আসামি থাকায় তাদের অবস্থান, ভূমিকা এবং ফরেনসিক তথ্য-প্রমাণ যাচাই করে ধাপে ধাপে তদন্ত এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জুলাই মামলার অগ্রগতি বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এসব কথা বলেন। শফিকুল ইসলাম বলেন, আমরা ডিবিতে ৫৯টি মামলার তদন্ত করছি। প্রতিটি মামলায় আসামির সংখ্যা অনেক। আসামিদের অবস্থান শনাক্ত করা এবং আন্দোলনের সময় কার কী অবস্থান ছিল, সেগুলো দেখার বিষয় আছে, ফরেন্সিকের বিষয় আছে। আমরা সব কিছু নিয়ে ধাপে ধাপে কাজ করছি। এই আন্দোলনের প্রায় ৪০ জিবি ডাটা আমাদের কাছে আছে। আমরা অত্যন্ত সিরিয়াসের সঙ্গে মামলাগুলো নিয়ে কাজ করছি। আইনের ভেতরে থেকে অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিবেদন দেব। ভুয়া মামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, যে সমস্ত মামলা হয়েছে আপনারা জানেন, এই মামলাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মামলা যে রকম আমরা এখানে দেখি, আমাদের বৃহৎ প্রচারে একটা মনিটরিং সেল আছে। ১৫ দিন পরপরই মামলাগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। পুলিশ সদরদপ্তরেও মনিটরিং সেল আছে। সেখানেও মামলাগুলো যাচাই-বাছাই হয়। কেউ যদি ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে মামলা করে থাকে, আমরা তাতে সায় দেবো না। আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, মামলাগুলো সঠিকভাবে তদন্ত করে একমাত্র দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

আইএমএফের সঙ্গে নতুন ঋণ কর্মসূচি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা চলছে

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বলেছেন, বর্তমানে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের কোনো সক্রিয় ঋণ কর্মসূচি (প্রোগ্রাম) নেই। তবে নতুন নির্বাচিত সরকার তাদের নির্বাচনি অঙ্গীকার এবং বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইএমএফের সঙ্গে নতুন কোনো কর্মসূচিতে যাবে কি না, সে বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা চলছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) আইএমএফের প্রতিনিধিদলের পাঁচদিনের বাংলাদেশ সফরের সমাপনী বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন আরিফ হোসেন খান। বাংলাদেশ ব্যাংকে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আরিফ হোসেন খান বলেন, "আইএমএফের একটি বড়ো প্রতিনিধিদল পাঁচদিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছে। এ সময় তারা বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করেছে। সফরের অংশ হিসেবে আজ বাংলাদেশ ব্যাংকে তাদের সমাপনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।" তিনি বলেন, "এটি কোনো কনসালটেশন মিটিং নয়, কোনো নেগোসিয়েশন মিটিংও নয়। আইএমএফের প্রতিনিধিদল মূলত ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং বা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বাস্তব পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশে এসেছে।" প্রতিনিধিদল দেশের ব্যাংকিং খাতের বর্তমান অবস্থা, মুদ্রানীতি, বিনিময় হার, রাজস্ব ও আর্থিক নীতিসহ (ফিসকাল পলিসি) বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করেছে। সফর শেষে তারা আইএমএফের সদরদপ্তরে ফিরে এসব তথ্য বিশ্লেষণ করবে। এরপর বাংলাদেশ সরকারের আগ্রহ ও প্রয়োজন বিবেচনা করে নতুন কোনো কর্মসূচি নিয়ে এগোনো সম্ভব কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হলে পরবর্তী সময়ে আইএমএফের প্রতিনিধিরা আনুষ্ঠানিক আলোচনা ও দর-কষাকষির (নেগোসিয়েশন) জন্য আবার বাংলাদেশ সফর করবেন। তিনি বলেন, "আগের সফরগুলোর সঙ্গে এবারের সফরের মিল নেই। এটি একেবারেই স্বাভাবিক একটি ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং

মিশন।” একক ঋণ কর্মসূচির ধারাবাহিকতা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র বলেন, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আইএমএফ-সংক্রান্ত বিষয়গুলো বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালনা করে। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক যে সিদ্ধান্ত নেয়, সেটিই সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতির প্রতিফলন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

টিফিনের ছুটিতে গোসলে নেমে প্রাণ গেল ৪ শিক্ষার্থীর

নরসিংদীর রায়পুরায় পানিতে ডুবে ৪ শিশু শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুরে উপজেলার চান্দেরকান্দি ইউনিয়নের বরকান্দা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলো- বড়কান্দা গ্রামের শামীম মিয়ার মেয়ে তাবিয়া (১৩), রুবেল মিয়ার মেয়ে আয়েশা (৯) ও রুবেল মিয়ার মেয়ে জান্নাত (৮)। নিহত আরো একজনের নাম, ঠিকানা পাওয়া যায়নি। নিহতরা সবাই বড়কান্দা এলাকার গাউসিয়া নুরে মদিনা মহিলা মাদরাসার শিক্ষার্থী ছিলেন। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, উপজেলার চান্দেরকান্দি ইউনিয়নের বরকান্দা এলাকায় গাউসিয়া নূরে মদিনা মহিলা মাদরাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে সকালে ক্লাস শুরু হয়। ক্লাস শেষে টিফিনের ছুটি শুরু হয়। ওই সময় ৬ জন শিশু শিক্ষার্থী মাদরাসার পার্শ্ববর্তী একটি বিলে গোসল করতে নামে। ওই সময় এক শিশু পানিতে তলিয়ে যায়। তাকে উদ্ধার করতে পরপর ৫ জন পানিতে নামে। ওই সময় আরো ৩ শিশু পানিতে তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসী তাদের উদ্ধারে নামে। ওই সময় ৩ শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে আনার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে ৩ শিশুর মরদেহ উদ্ধারের পর আরো ১ শিশুর মরদেহ পাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তবে তার নাম, ঠিকানা পাওয়া যায়নি। রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান বলেন, পানিতে ডুবে ৩ শিশু নিহতের খবর পেয়েছি। হাসপাতালে ৩ জনের মরদেহ পেয়েছি। শুনেছি, আরো ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আমরা সেখানে যাচ্ছি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

বাণিজ্য-বিনিয়োগ বাড়াতে ইউরোপীয় কূটনীতিকদের সঙ্গে আলোচনা

প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত পাঁচ ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূত ও জ্যেষ্ঠ কূটনীতিকদের বৈঠক হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়। বৈঠকে অংশ নেন ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যাঁ-মার্ক সেরে-চার্লে, স্পেনের রাষ্ট্রদূত গ্যাব্রিয়েল সিসটিয়াগা, যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক, ইউরোপীয় ইউনিয়নের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স (সিডিএ) বাইবা জারিনা এবং জার্মানির চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স (সিডিএ) আনজা কারস্টেন। এসময় বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় অংশীদারদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। আলোচনায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, প্রতিরক্ষা, বেসামরিক বিমান চলাচল (এভিয়েশন) এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতে সহযোগিতা আরো গভীর ও বহুমাত্রিক করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক আস্থা এবং অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে বিদ্যমান সম্পর্ককে আরও জোরদার করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। ইউরোপীয় কূটনীতিকরা বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের নিজ নিজ দেশের বহুমাত্রিক অংশীদারিত্ব আরও সম্প্রসারণের আগ্রহ পুনর্ব্যক্ত করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম ভুঁইয়া এ তথ্য জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে গুলি, গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর আঘাত : টিআইবি

খুলনায় সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণের ঘটনাকে স্বাধীন সাংবাদিকতা ও উন্মুক্ত গণমাধ্যমের ওপর আঘাত হিসেবে উল্লেখ করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটির পক্ষ থেকে বলা হয়, মামলা করতে দ্বিধা সাংবাদিকদের মধ্যে থাকা ভীতির সংস্কৃতি ও আস্থার সংকটের প্রতিফলন। এ ঘটনার দ্রুত, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে হামলার সঙ্গে জড়িত সবাইকে চিহ্নিত করে জবাবদিহির আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে টিআইবি। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, হামলাটি কোনো নির্দিষ্ট সাংবাদিককে লক্ষ্য করে বা কোনো বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে সংঘটিত হয়েছে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে সাংবাদিকদের ওপর এই সশস্ত্র হামলা সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকারের ওপর আঘাত- এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি আরও বলেন, কোনো ধরনের প্রভাবের বশবর্তী না হয়ে বা কালক্ষেপণ না করে ঘটনার নিরপেক্ষ ও কার্যকর তদন্তের মাধ্যমে হামলাকারী, পরিকল্পনাকারী ও নির্দেশদাতাদের শনাক্ত করে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। শুধু মামলা দায়ের যথেষ্ট নয়। হামলার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী, হামলাকারীরা কারা, কার নির্দেশে হামলাটি সংঘটিত হয়েছে এবং সাংবাদিকদের পেশাগত কাজের সঙ্গে এর কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না- এসব প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য উত্তর নিশ্চিত করতে হবে। ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, অন্যথায় অতীতের বিভিন্ন সময়ের মতো এ ঘটনাও বিচারহীনতার তালিকায় যুক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে। টিআইবি বলছে, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, হামলার শিকার সাংবাদিকেরা প্রাথমিকভাবে মামলা দায়েরে অনাগ্রহী ছিলেন। বিষয়টিকে উদ্বেগজনক উল্লেখ করে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, ভুক্তভোগীদের মামলা করতে দ্বিধা মূলত প্রতিশোধমূলক হামলার আশঙ্কা, নিরাপত্তাহীনতা এবং সাংবাদিক সমাজে বিরাজমান ভীতির সংস্কৃতির ইঙ্গিত দেয়। অবস্থাদৃষ্টে এমন মনে হওয়া অমূলক নয় যে, হামলার

ঘটনায় কার্যকর তদন্ত ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা ও আন্তরিকতার প্রতি সার্বিকভাবে আস্থার সংকট রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি; শিগ্‌গির উন্মুক্ত হচ্ছে 'ট্রি মনিটরিং অ্যাপ'

সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী, আগামী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় রোপণ করা প্রতিটি চারাগাছের তথ্য সংরক্ষণ ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে খুব শিগ্‌গির উন্মুক্ত করা হচ্ছে 'ট্রি মনিটরিং অ্যাপ'। অ্যাপটির মাধ্যমে চারাগাছের অবস্থান, পরিচর্যা ও বেঁচে থাকার তথ্য ডেটাভিত্তিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) সচিবালয়ে সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত 'সেল'-এর সহায়ক টাস্কফোর্সের দ্বিতীয় সভায় এ তথ্য জানানো হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম। সভায় পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় জানানো হয়, কর্মসূচির আওতায় রোপণ করা চারাগাছ নিখুঁতভাবে ট্র্যাকিং ও ডেটাভিত্তিক পর্যবেক্ষণের জন্য 'ট্রি মনিটরিং অ্যাপ' শিগ্‌গির উন্মুক্ত করা হবে। এর মাধ্যমে বৃক্ষরোপণের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য সংরক্ষণ সহজ হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

নদীতে পড়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি নিখোঁজ, উদ্ধার অভিযান অব্যাহত

নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীতে পড়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি মো. সাদিক নিখোঁজ হয়েছেন। ফায়ার স্টেশনের একটি স্পিডবোটের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলাকালে বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) বেলা ১১টা ২০ মিনিটের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহজাহান শিকদার জানান, দুর্ঘটনার পরপরই ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান শুরু করে। পরে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), নৌবাহিনী এবং কোস্ট গার্ডের ডুবুরি টিম ঘটনাস্থলে যোগ দিয়ে যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, নিখোঁজ ডুবুরি মো. সাদিককে উদ্ধারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ফায়ার সার্ভিস জানায়, মো. সাদিকের জন্ম ২০০১ সালের ১০ অক্টোবর রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার কুমরাকান্দি গ্রামে। তার বাবা আশরাফ শেখ এবং মা লিলি বেগম। তিনি বিবাহিত। ২০২১ সালের ২৪ অক্টোবর বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে যোগ দেন সাদিক। বিভিন্ন উদ্ধার অভিযানে সাহসিকতা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি রাষ্ট্রীয় পদকেও ভূষিত হয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

অনলাইন জুয়ার ওয়েবসাইটে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে প্রতিদিন লেনদেন হাজার কোটি

দেশে পরিচালিত অনলাইন জুয়ার ওয়েবসাইটগুলোতে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রতিদিন হাজার কোটি টাকার বেশি লেনদেন হচ্ছে বলে দাবি করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। সংস্থাটির দাবি, এসব অর্থের বড়ো একটি অংশ ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে বিদেশে পাচার করা হচ্ছে। এ ঘটনায় গাজীপুর ও কুমিল্লায় অভিযান চালিয়ে একটি চক্রের ছয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ডিবি। তাদের কাছ থেকে ৬,৬০০টি এমএফএস অ্যাকাউন্ট-সংবলিত সিম কার্ড, ৬৭টি অন্যান্য সিম, একটি ল্যাপটপ, ৭০টির বেশি মোবাইল ডিভাইস এবং একটি মাইক্রোবাস জব্দ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত 'অনলাইন জুয়াবিরোধী অভিযানে ৬,৫০০টি এমএফএস অ্যাকাউন্ট-সংবলিত সিম কার্ড জব্দসহ আসামি গ্রেফতার' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) মো. শফিকুল ইসলাম। ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার বলেন, গ্রেফতার হওয়া আরিফসহ চক্রটির ব্যবহৃত ডিভাইস বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, তারা প্রতিদিন প্রায় ৫ কোটি টাকার লেনদেন করত। আরিফের বিরুদ্ধে আগেও চারটি মামলা হয়েছে। অবৈধ উপার্জনের অর্থে তিনি বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। কিছুদিন আগে পূর্বাচলে তার একটি বিএমডব্লিউ গাড়ি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর তিনি আবার একটি বিএমডব্লিউ কিনেছেন। শফিকুল ইসলাম বলেন, ডিবির সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগ সাইবার মনিটরিংয়ের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার কয়েকটি ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন শনাক্ত করে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, এসব প্ল্যাটফর্মে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের এজেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। পরে এমএফএস অ্যাকাউন্ট বিশ্লেষণ করে সংঘবদ্ধ চক্রটিকে শনাক্ত করা হয়। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গাজীপুরের টঙ্গীর একটি রিসোর্টে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কুমিল্লা জেলা ডিবির সহায়তায় কুমিল্লা সদরের এলিট প্যালেস হোটেলে অভিযান চালিয়ে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

হেফাজতের সঙ্গে ইসলামি দলগুলোর বৈঠক, আলোচনায় ঐক্য ও রাজনৈতিক সমন্বয়

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইসলামি দলগুলোর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের উদ্যোগে কওমি ধারার সাতটি ইসলামি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) সকাল ৯টার দিকে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার বাবুনগর মাদরাসায় বৈঠক শুরু হয়।

দুপুর পর্যন্ত বৈঠক চলছিল। হেফাজতে ইসলামের আমির শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী, সিনিয়র নায়েবে আমির ও দারুল উলুম হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক খলিল আহমদ কাসেমী এবং মহাসচিব মুফতি সাজিদুর রহমানের যৌথ আহ্বানে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। হেফাজতের পাঠানো আমন্ত্রণপত্রে বলা হয়, ইমান-আকিদা সংরক্ষণ এবং দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ইসলামি শক্তির ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যেই কওমি ধারার ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিটি দলকে সভাপতিসহ তিনজন প্রতিনিধি পাঠাতে বলা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

জুলাই শহিদ ও আহতদের জন্য বায়তুল মোকাররমে বিশেষ দোয়া

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদাতবরণকারী শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত, আন্দোলনে আহত যোদ্ধাদের দ্রুত সুস্থতা এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) বাদ জোহর এই বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতে দেশের অব্যাহত শান্তি, স্থিতিশীলতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়। একইসঙ্গে জুলাই আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী শহিদদের আত্মার মাগফেরাত এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মুফতি মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহিল বাকী নদভী, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মাওলানা মিজানুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক ডা. হারুনুর রশীদসহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, মুসল্লি ও ধর্মপ্রাণ জনগণ। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মাওলানা মিজানুর রহমান। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা বিল্লাল বিন কাশেম এসব তথ্য জানিয়েছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

রথযাত্রার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়ে অসুস্থ মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি বর্তমানে বাসায় বিশ্রামে আছেন। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর স্বামীবাগে রথযাত্রার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্যের শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বক্তব্যের শেষ দিকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে দ্রুত বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, চিকিৎসকের পরামর্শে বিএনপি মহাসচিব বর্তমানে বাসায় বিশ্রামে আছেন। তিনি তার দ্রুত সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগকে স্বাগত ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের

দেশব্যাপী বন্যা, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও জলাবদ্ধতার কারণে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নিয়ে সৃষ্ট উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক একাধিক শিক্ষার্থীবান্ধব উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে শিক্ষা প্রশাসনে আরও দূরদর্শী, সমন্বিত ও জবাবদিহিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে সংগঠনটি। বুধবার (১৫ জুলাই) বিকেলে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় আমেলার ষান্মাসিক পর্যালোচনা বৈঠকের দ্বিতীয় দিন সভাপতির বক্তব্যে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুনতাছির আহমাদ এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সচেতন নাগরিক, গণমাধ্যম ও ছাত্রসমাজের উত্থাপিত যৌক্তিক উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে বাস্তবমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তা শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

জুলাইয়ের সব অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা হবে : মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ও সব অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান। তিনি বলেন, সরকার মাত্র পাঁচ মাস আগে দায়িত্ব নিয়েছে। আমি আজ আপনাদের কথা দিয়ে যাচ্ছি, ধাপে ধাপে জুলাইয়ের সব অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা হবে ইনশাল্লাহ। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুর ১টায় রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী। মন্ত্রী আরও বলেন, “জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ আবু সাঈদ, মুগ্ধসহ প্রায় দুই হাজার মানুষ রক্ত দিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করেছেন। সেই আত্মত্যাগকে মূল্যায়ন করতে সরকার জুলাই চেতনা বাস্তবায়নে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ‘জুলাই অধিদপ্তর’ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই অধিদপ্তরের মাধ্যমে একে একে জুলাইয়ের প্রতিটি অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হবে।”
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

শিক্ষার্থীদের বিদেশে পাঠানোর নামে ৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ, চারজন রিমান্ডে

বিদেশে পাঠানোর নামে ৯১ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রায় সাড়ে ৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে করা মামলায় মূলহোতা মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ ওরফে মো. মতিউর রহমানসহ চার আসামিকে রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত।

শুনানি শেষে আদালত প্রাঙ্গণে ক্ষুব্ধ ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা আসামিদের ওপর হামলার চেষ্টা চালালে সেখানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলামের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। রিমান্ডে পাঠানো অন্য তিন আসামি হলেন- রাবেয়া খাতুন তানিয়া, সাইদুর রহমান ও মো. তানজির ইসলাম। আদালত তানজির ইসলামের চারদিনের এবং হারুন অর রশিদসহ বাকি তিন আসামির পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এর আগে, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও ভাটারা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. বিল্লাল ভুঁইয়া চার আসামিকে আদালতে হাজির করে প্রত্যেকের সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষে আইনজীবী গোলাম মর্তুজা ইবনে ইসলাম রিমান্ডের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে আবেদন সমর্থন করেন। শুনানিকে কেন্দ্র করে আদালত প্রাঙ্গণে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, আসামিদের আদালতে আনার সময় শিক্ষার্থীরা তাদের উদ্দেশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং কয়েকজন হামলার চেষ্টা করেন। রিমান্ডের আদেশ ঘোষণার পর উপস্থিত অনেক ভুক্তভোগী সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরে পুলিশ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে হেলমেট, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ও হাতকড়া পরিয়ে আসামিদের হাজতখানায় নেওয়ার সময় আবারও তাদের ওপর হামলার চেষ্টা হয়। এ সময় উত্তেজিত শিক্ষার্থীদের একটি অংশ হাজতখানার প্রধান ফটকের দিকে এগিয়ে গিয়ে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরে বাদীপক্ষের আইনজীবী রুহুল আমিন মোল্লাসহ কয়েকজনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, 'ভিসা গাইড' নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চার মাসের মধ্যে স্টুডেন্ট ভিসায় বিদেশে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। পরে 'জাস্ট থট এডুকেশন কনসালটেন্ট' নামে আরেক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে ৯১ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে মোট ৮ কোটি ৩৮ লাখ ৯৪ হাজার টাকা নেওয়া হয়। তবে, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও কাউকে বিদেশে পাঠানো হয়নি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

আবু সাঈদ হত্যা মামলায় খালাস চেয়ে দণ্ডিত ৪ আসামির আপিল

২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ আবু সাঈদ হত্যা মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডিত চার আসামি খালাস চেয়ে আপিল বিভাগে আবেদন করেছেন। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ আপিল আবেদন করা হয়। বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আজিজুর রহমান দুলু। আজিজুর রহমান দুলু বলেন, দণ্ডিত চার আসামির পক্ষে অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড মো. জহিরুল ইসলাম আপিল আবেদনটি দাখিল করেছেন। এতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায় বাতিল করে তাদের খালাস চাওয়া হয়েছে। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সাবেক এএসআই আমির হোসেন, কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায়, সাবেক সহকারী রেজিস্ট্রার রাফিউল হাসান রাসেল ও ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এমরান চৌধুরী ওরফে আকাশ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

ডিএমপির সাবেক কমিশনারসহ ৩ জনের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালে রাজধানীর রামপুরায় ভবনের কার্নিশে ঝুলে থাকা এক যুবককে গুলি এবং দুইজনকে হত্যার ঘটনায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ তিনজনের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ঘোষিত রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশ করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এছাড়া, রায়ে একজনকে যাবজ্জীবন ও একজনকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেলের স্বাক্ষরের পর বুধবার (১৫ জুলাই) পূর্ণাঙ্গ রায়টি প্রকাশ করা হয়। এর ফলে আগামী এক মাসের মধ্যে আপিল করতে পারবেন সাজাপ্রাপ্ত ও গ্রেফতারকৃত আসামিরা। বিচারপতিদের স্বাক্ষরের পর প্রকাশ করা ১৪৭ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায়ে ঘটনার দিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যবহৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। রায়ে বলা হয়, মামলার আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র এবং রামপুরা থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মশিউর রহমানের করা সাধারণ ডায়েরি (জিডি) অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই রামপুরা এলাকায় সংঘটিত ঘটনায় রামপুরা থানা ও রামপুরা পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা চায়না রাইফেল, শর্টগান ও পিস্তল ব্যবহার করেন। অভিযোগপত্রে উল্লেখ রয়েছে, ওইদিন চায়না রাইফেল থেকে ৫৫৩ রাউন্ড, পিস্তল থেকে ২৮ রাউন্ড, শর্টগান থেকে ৩২৩ রাউন্ড রাবার বুলেট এবং ৭৭১ রাউন্ড সিসার (লেড) বুলেট ছোড়া হয়। ট্রাইব্যুনাল রায়ে উল্লেখ করেছে, ঘটনাস্থলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা প্রাণঘাতী ও কম প্রাণঘাতী- উভয় ধরনের অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহার করেছিলেন। গণ-অভ্যুত্থানের সময় রামপুরায় ভবনের কার্নিশে ঝুলে থাকা যুবককে গুলি এবং দুইজনকে হত্যার ঘটনায় গত ২৮ জুন ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ তিনজনের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছিলেন ট্রাইব্যুনাল-১। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অন্য দুই আসামি হলেন- ডিএমপির খিলগাঁও জোনের সাবেক অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) মো. রাশেদুল ইসলাম ও রামপুরা থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মশিউর রহমান। সেই সঙ্গে রায়ে রামপুরা থানার সাবেক উপ-পরিদর্শক (এসআই) তরিকুল ইসলাম ভুঁইয়াকে যাবজ্জীবন ও রামপুরা পুলিশ ফাঁড়ির তৎকালীন সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) চঞ্চল চন্দ্র সরকারকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত। এ মামলায় পাঁচ আসামির মধ্যে গ্রেফতার আছেন চঞ্চল। তাকে রায় ঘোষণার দিন ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছিল।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ রিহাব)

কেরানীগঞ্জ পাসপোর্ট অফিসে র‍্যাবের অভিযানে ৭ দালাল গ্রেফতার

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে দালাল চক্রের সাত সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-১০। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের ১০ থেকে ২০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) র‍্যাব-১০ এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার তপন সরকার এ তথ্য জানান। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে র‍্যাবের সদর দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপ-সচিব কাজী তামজীদ আহমেদের নেতৃত্বে এবং র‍্যাব-১০-এর সদর কোম্পানির সহযোগিতায় এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে গ্রেফতার হওয়া সাত দালাল হলেন হানিফ (৪০), উসমান ফারুক মাহিম (২১), মো. রাতুল (২৪), সব্বির (২৫), মোরাদ (২৪), আবুল হাসান (৩৮) এবং মো. আরমান (৪৫)। ভ্রাম্যমাণ আদালত হানিফ, উসমান ফারুক মাহিম, মো. রাতুল ও সব্বিরকে ২০ দিনের, মোরাদ ও আবুল হাসানকে ১৫ দিনের এবং মো. আরমানকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। জনস্বার্থে দালাল চক্রের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে র‍্যাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

অজ্ঞান হয়ে টয়লেটে আটকে ছিল স্কুলছাত্র, ৯৯৯ নম্বরে ফোনকলে উদ্ধার

জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯ নম্বরে ফোনকলে রাজধানীর পোস্তগোলা এলাকায় একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের টয়লেটে অজ্ঞান হয়ে আটকে থাকা ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী নিরব বিশ্বাসকে (১৪) উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ এর গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার এ তথ্য নিশ্চিত করেন। আনোয়ার সাত্তার বলেন, বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা ২৩ মিনিটের দিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) যাত্রাবাড়ী থানাধীন পোস্তগোলা থেকে নিগার সুলতানা নামে একজন কলার 'জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯' নম্বরে ফোন করেন। তিনি জানান, উত্তর কুতুবখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা দীর্ঘসময় যাবৎ ভেতর থেকে বন্ধ আছে, একজন ছাত্র ভেতরে আছে কিন্তু অনেকক্ষণ তার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ৯৯৯ থেকে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে দ্রুত উদ্ধারের জন্য পোস্তগোলা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে জানানো হয়। সংবাদ পেয়ে পোস্তগোলা ফায়ার সার্ভিসের একটি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে গিয়ে দরজা ভেঙে ৭ম শ্রেণির ছাত্র নিরব বিশ্বাসকে (১৪) উদ্ধার করে। জানা যায়, সে টয়লেটের ভেতর সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ডিএনসিসির ৪৫২৭ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে (ডিএনসিসি) ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৪ হাজার ৫২৭ দশমিক ৭৪ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) বিকেল ৪টায় ডিএনসিসির সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বাজেট ঘোষণা করেন ডিএনসির প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান। এ সময় প্রশাসক বলেন, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে নগরবাসীর উন্নয়ন, রাজস্ব আদায় ও বাস্তবায়নসহ বাস্তবতার কথা বিবেচনা করে এ বছর একটি যুগোপযোগী বাস্তবমুখী ও উন্নয়নমূলক বাজেট গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশাসক জানান, দায়িত্ব গ্রহণের পর বর্তমান সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় স্বল্পসংখ্যক বাজেট নিয়েও নগরবাসীর উন্নয়নে বিভিন্ন রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদারসহ ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, সফলভাবে হামের টিকা প্রদান, কোরবানির বর্জ্য দ্রুত অপসারণসহ আমিনবাজার ল্যান্ডফিলের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সফলতা অর্জন করেছি। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি অতি বৃষ্টির ফলে নগরের জলাবদ্ধতা নিরসনে দ্রুত সরেজমিনে পরিদর্শনসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, বাসা বাড়ির বর্জ্য দ্রুত অপসারণের লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি , ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অবৈধ ফুটপাত দখলমুক্ত করা, করপোরেশনের আওতাধীন খালগুলো দখলমুক্ত করে খাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম জোরদার , প্রধানমন্ত্রীর ক্লিন ঢাকা, গ্রিন ঢাকা বাস্তবায়নে বৃক্ষরোপণ অভিযান জোরদার করা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা ও খেলাধুলার সামগ্রী প্রদানসহ নগরবাসীর সেবামূলক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

উপ-সচিব, সচিবদের গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমছে না

উপ-সচিব থেকে সচিব পর্যন্ত কর্মকর্তাদের গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমছে না। তারা প্রতিমাসে ৫০ হাজার টাকা করেই গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পাবেন। গত ৯ জুলাই অর্থ বিভাগ থেকে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় অর্ধেক কমিয়ে ২৫ হাজার টাকা করার বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল, সেটি বাতিল করা হয়েছে। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. রাহেদ হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, "এ সংক্রান্ত চিঠিটি এখন আমরা পাইনি। যতটা জেনেছি, এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কনভিন্স হয়েছেন, সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন হচ্ছে না।" তিনি বলেন, "খুব সম্ভবত বিষয়টি (গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা) আগের মতোই থাকছে। তাহলে তো ওই চিঠি বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা। আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা কোনো কিছুই এখনো পাইনি।" অর্থ বিভাগের পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা যারা সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণের পর

গাড়িসেবা নগদায়নের আওতায় মোটর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হিসেবে যে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন, তা কিছুটা হ্রাস করার সুযোগ রয়েছে। মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় মাসিক ৫০ হাজার টাকার পরিবর্তে ২৫ হাজার টাকা হারে নির্ধারণের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সংকোচনের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্যবস্থা নিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানায় অর্থবিভাগ। সরকারের উপ-সচিব পদে পদোন্নতি পেয়ে কমপক্ষে তিন বছর পার করেছেন এমন কর্মকর্তা, সরকারের যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব, সচিব ও সিনিয়র সচিবরা গাড়ি সুবিধা (প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) পেয়ে থাকেন। এই কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য গাড়ি কেনার উদ্দেশ্যে সরকারের কাছ থেকে সুদমুক্ত ৩০ লাখ টাকা ঋণ পান। এছাড়া গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানি ব্যয় ও চালকের বেতন বাবদ মাসে ৫০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি গাড়ির ওপর বার্ষিক ১০ শতাংশ অবচয় (ডিপ্রিসিয়েশন) সুবিধাও রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

সেনাপ্রধানের সঙ্গে নৌবাহিনী প্রধানের বিদায়ি সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে বিদায়ি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) সেনা সদরদপ্তরে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে নৌবাহিনী প্রধানকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এ সময় সেনা সদরদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে দুই বাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক আস্থা, পেশাদারত্ব ও আন্তঃবাহিনী সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করার বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় হয়। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী দীর্ঘদিন ধরে নিবিড় সমন্বয়ে কাজ করে আসছে। ২০২৩ সালের ২৪ জুলাই নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার নেন অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান। তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ১৯৮৬ সালের ১ জুলাই কমিশন লাভ করেন। সুদীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য চাকরি জীবনে তিনি বিভিন্ন স্টাফ, ইন্সট্রাকশনাল এবং কমান্ড দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি নৌসদরে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশনস), সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল), পরিচালক নৌ অপারেশনস ও নৌ গোয়েন্দা এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে অসামরিক-সামরিক সংযোগ পরিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ যুদ্ধজাহাজ বানৌজা ওমর ফারুকসহ চারটি যুদ্ধজাহাজের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ নেভাল অ্যাকাডেমির কমান্ড্যান্ট এবং নেভাল এভিয়েশন ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্পেশাল ফোর্স (সোয়াডস) কমান্ড করেন। গৌরবময় সামরিক জীবনে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সঙ্গে কমান্ডার বিএন ফ্লিট এবং কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি ভাসানচরে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সুচারুরূপে চলমান রাখেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

নদীতে পড়ে নিখোঁজ ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরির মরদেহ উদ্ধার

নদীতে পড়ে নিখোঁজ হওয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি মো. সাদিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) সন্ধ্যা ৭টা ৩ মিনিটে মৃত অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম জানান, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ২০ মিনিটে নারায়ণগঞ্জ নদী ফায়ার স্টেশনে স্পিডবোটের রক্ষণাবেক্ষণের সময় অসাবধানতাবশত নদীতে পড়ে যান ডুবুরি মো. সাদিক। ঘটনার পরপরই ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল, বিআইডব্লিউটিএ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের ডুবুরি টিম যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর সন্ধ্যা ৭টা ৩ মিনিটে মানিকগঞ্জের আরিচা স্থল নদী ফায়ার স্টেশনের (সংযুক্ত টঙ্গী ফায়ার স্টেশন) ডুবুরি মেরাজ আলী নিখোঁজ ডুবুরি সাদিকের মরদেহ উদ্ধার করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

অপশাসন-দুর্নীতির জঞ্জাল দূর করার দায়িত্ব নিয়েছে সরকার : তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী

সারাদেশে বিরাজমান অপশাসন ও দুর্নীতির জঞ্জাল দূর করতে বর্তমান সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী। তিনি বলেন, সারাদেশে, সব জায়গায় অপশাসন আর দুর্নীতির জঞ্জাল। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার এই জঞ্জাল দূর করার দায়িত্ব নিয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির পরিচিতি ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এফডিসি মিলনায়তনে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুমা তানি। এফডিসির শিল্পী সমিতির অতীতের নির্বাচনের উদাহরণ টেনে তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা আগে , এই নির্বাচন নিয়ে কত ধরনের অনিয়ম হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার নির্বাচনে কোনো হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। সরকার চেয়েছে শিল্পীরা যাকে খুশি, তাকে নির্বাচিত করবে এবং স্বাধীনভাবে ভোট দেবে। সেজন্য এবারের নির্বাচন নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। তিনি আরও উল্লেখ করেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার ব্যাপারে সরকার কঠোর ছিল। নির্বাচন যাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়, সেজন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সার্বিক সহযোগিতা করেছে। মামলা দিয়ে নির্বাচন আটকে রাখার বিষয়ে পরিচালক সমিতির বক্তব্যের জবাবে ইয়াসের খান চৌধুরী বলেন, সরকার কাউকে আইনের আশ্রয় নিতে বারণ করতে পারে না, কারণ সরকার আইনের রক্ষক। তবে আপনাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে- নিজেদের বিরুদ্ধে আপনারা

মামলা করবেন কি না। এফডিসির উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার জনগণের অর্থ খরচ করে। সেই অর্থ আবার কীভাবে ফেরত আসবে, তা নিয়ে আপনাদেরও ভাবতে হবে। আমরা জনগণের টাকার রক্ষক। বিগত সরকারের মতো ইচ্ছেমতো খরচ করে দেউলিয়া হয়ে জনগণকে অবজ্ঞা করতে পারবো না। এই প্রসঙ্গে সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপ ফুটবলের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, ৪৭ কোটি টাকা দিয়ে ফিফার কাছ থেকে স্বত্ব কিনে বিটিভি বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখিয়েছে। আমরা অত্যন্ত তৎপর ছিলাম, যার ফলে এ পর্যন্ত ৪৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এটিকে একটি বিরল ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে এর আগে এমন উদাহরণ আর তৈরি হয়নি। বিগত ফ্যাসিবাদী সরকার আগের বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখাতে গিয়ে জনগণের প্রায় ১০০ কোটি টাকা লোপাট করেছিল। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যায় কি না, সে বিষয়ে সরকার গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করছে। চলচ্চিত্র শিল্পকে আগের গৌরবময় অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে এফডিসির সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে এবং সরকার এ লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

কম্বোডিয়ায় মানবপাচার চক্রের মূলহোতা ঢাকায় গ্রেফতার

রাজধানীতে বনশ্রী এলাকায় অভিযান চালিয়ে কম্বোডিয়ায় মানবপাচার চক্রের মূলহোতাকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)। গ্রেফতারের নাম- মো. মাহাফুজ উল্লাহ সিদ্দিকী (৪০)। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। নিয়াজ মেহেদী বলেন, গতকাল বুধবার (১৫ জুলাই) বিকেলে ঢাকার বনশ্রী-সংলগ্ন আফতাবনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে সিটিটিসির ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম বিভাগ। সিটিটিসির বরাত দিয়ে তিনি বলেন, গ্রেফতার মাহাফুজ উল্লাহ সিদ্দিকী বিমানবন্দর থানার মানবপাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন অধ্যাদেশে মামলার এজাহারনামীয় আসামি। তিনি কম্বোডিয়ায় মানবপাচার চক্রের অন্যতম মূলহোতা বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়। গ্রেফতারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ৩৪

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) এ তথ্য জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী। নিয়াজ মেহেদী বলেন, বুধবার (১৫ জুলাই) রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানা এলাকার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ৩৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। গ্রেফতারদের মধ্যে সাতজন নিয়মিত মামলায়, তিনজন পুরাতন মামলায়, দুইজন গ্রেফতারি পরোয়ানা মূলে, ২২ জনকে মোবাইল কোর্ট মোতাবেক গ্রেফতার করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

৪১৬ কোটি টাকা ঋণ জালিয়াতি, দুদকের মুখোমুখি জনতা ব্যাংকের ১০ কর্মকর্তা

জনতা ব্যাংকের ১০ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ইয়েলো অ্যাপারেলস লিমিটেডের নামে জালিয়াতির মাধ্যমে কাগুজে প্রতিষ্ঠানে রপ্তানি দেখিয়ে জনতা ব্যাংক থেকে ৪১৬ কোটি টাকা ঋণ আত্মসাতের অভিযোগে দায়ের করা মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সংস্থাটির উপ-পরিচালক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে একটি তদন্ত দল। জিজ্ঞাসাবাদ করা কর্মকর্তারা হলেন- মো. আবুল কালাম আজাদ, মো. আশরাফুল আলম, মোসাম্মৎ আছিয়া বেগম, মো. আব্দুল মতিন, মিজানুর রহমান, এস এম আব্দুল ওয়াহাব, মো. ফয়জুল আলম, মো. গোলাম মর্তুজা, মো. কামরুল আহসান এবং মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন। এর আগে, চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি মোট ২৩ জনের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, তার ভাই এস এফ রহমান, তাদের দুই ছেলে, জনতা ব্যাংকের সাবেক এমডিসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আসামি করা হয়। মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর পরস্পর যোগসাজশে জনতা ব্যাংকের লোকাল অফিস, ঢাকার কথিত গ্রাহক ইয়েলো অ্যাপারেলস লিমিটেড নামীয় একটি নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইডিএফ সুবিধাসহ বিপুল অঙ্কের ঋণ অনুমোদন ও উত্তোলন করেন। অথচ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকরা ব্যবসায় পরিচালনায় কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলেন না। তারা বিবি এলসির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যেই কাগুজে আমদানি-রপ্তানি দেখিয়ে একোমোডেশন বিল তৈরি করেন। এর মাধ্যমে মোট ৪,৮৯,৭৮,৬৭৮.৯৭ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৪১৬ কোটি ৩১ লাখ ৮৭ হাজার ৭১২ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। আত্মসাৎকৃত অর্থ বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে স্থানান্তর, রূপান্তর ও লেয়ারিংয়ের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং করা হয়েছে বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

জিয়াউর রহমান হত্যায় আটক মেজর মোজাফফরকে সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যা মামলায় জড়িত ৪৫ বছর ধরে পলাতক মেজর মো. মোজাফফর হোসেনকে সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) রাত ৮টার দিকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) তাকে সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিবির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম। এদিকে, আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পরিচালক লে. কর্নেল সামি উদ দৌলা চৌধুরী জাগো নিউজকে জানান, মোজাফফর হোসেন অবসরপ্রাপ্ত ছিলেন না। ফলে সেনাবাহিনীর প্রচলিত বিধান অনুযায়ী, তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। লে. কর্নেল সামি আরও জানান, দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর তাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীর প্রচলিত নিয়ম অনুসারে, পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যোগ করেন এ সেনা কর্মকর্তা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

রাজস্ব-মূল্যস্ফীতি-ব্যাংকিং সংকট নিয়ে আইএমএফের উদ্বেগ

নতুন ঋণ কর্মসূচি নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। সংস্থাটি বলেছে, রাজস্ব ঘাটতি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট বৈদেশিক চাপ বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ। এসব সংকট মোকাবিলায় রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি, ভর্তুকি যৌক্তিকীকরণ, কঠোর মুদ্রানীতি এবং ব্যাংকিং খাতের ব্যাপক সংস্কারের ওপর জোর দিয়েছে আইএমএফ। পাশাপাশি নতুন ঋণ কর্মসূচির আকার ও সংস্কার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আগামী কয়েক মাসে বিস্তারি সরকারের অনুরোধে সংস্থাটির একটি প্রতিনিধি দল ১২ থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত ঢাকা সফর করে দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সরকারের সংস্কার পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্য নতুন আইএমএফ-সমর্থিত কর্মসূচির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছে। আইএমএফ জানিয়েছে, নতুন কর্মসূচির আকার, ঋণের পরিমাণ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্কার প্রতিশ্রুতির বিষয়গুলো আগামী কয়েক মাসে আলোচনা হবে। আইএমএফের কর্মকর্তা আইভো ক্রজনারের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি সফরের শেষদিন বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠক শেষে এক বিবৃতিতে আইএমএফ জানায়, এই তথ্য-সংগ্রহমূলক সফরে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও আর্থিক খাতের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সরকারের নীতিগত পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক সংস্কারের অগ্রাধিকার এবং সক্ষমতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, নতুন সম্ভাব্য আইএমএফ কর্মসূচির পরিধি, অর্থায়নের আকার এবং এর সঙ্গে যুক্ত সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে আগামী কয়েক মাসে আলোচনা অব্যাহত থাকবে। আইএমএফের মূল্যায়নে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এখনও উল্লেখযোগ্য রাজস্ব, আর্থিক খাত ও মূল্যস্ফীতিজনিত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ এসব চ্যালেঞ্জকে আরও তীব্র করেছে। বৈশ্বিক বাজারে জ্বালানি ও অন্যান্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্নের কারণে দেশে আবারও মূল্যস্ফীতির চাপ বেড়েছে। একই সঙ্গে ভর্তুকি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের আগেই সীমিত রাজস্ব সক্ষমতার ওপর আরও চাপ তৈরি হয়েছে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ রুবাউয়া)

বিডা, বেজা ও পিপিপিএ একীভূত হয়ে গঠিত হতে যাচ্ছে 'ইনভেস্ট বাংলাদেশ'

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ (পিপিপিএ) একীভূত হতে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় বিডার জনসংযোগ দপ্তর। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই লক্ষ্যে ইনভেস্ট বাংলাদেশ বিল, ২০২৬ বুধবার জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। সরকার থেকে গেজেট প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখ থেকে আইনটি কার্যকর হবে। একই সময়ে নতুন পরিচয়ে ইনভেস্ট বাংলাদেশের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে বলা হয়, আইনটি কার্যকর হলে এর মাধ্যমে গঠিত 'ইনভেস্ট বাংলাদেশ' প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় দেশের শীর্ষ বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। বিনিয়োগকারীদের জন্য সেবা গ্রহণের প্রক্রিয়া আরও সহজ, দ্রুত ও সমন্বিত করা এবং বিনিয়োগ উন্নয়ন, শিল্পাঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব কার্যক্রমকে একক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনা এর লক্ষ্য। বিজ্ঞপ্তিতে বিডা ও বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং পিপিপিএ-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আশিক চৌধুরী বলেন, "বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ, বিনিয়োগকারীদের সহায়তা এবং নীতি-সমর্থনের ক্ষেত্রে বাস্তব প্রভাব রাখবে- এমন উদ্যোগগুলোতে সরকারের সুস্পষ্ট মনোযোগের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জনে দেশের যে বিনিয়োগ প্রয়োজন, তা আনতে হলে বিনিয়োগকারীদের জন্য সত্যিকারের ওয়ান স্টপ সেবা কাঠামো জরুরি। এমন একটি সমন্বিত বিনিয়োগ সংস্থা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘদিনের সুপারিশ। একইসঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা পরিবেশ সংস্কারের অগ্রগতি পর্যালোচনার পর ইউএনসিটিএডি-ও এই একীভূতকরণের সুপারিশ করেছে।" তিনি আরও বলেন, আমরা বিশ্বাস করি ইনভেস্ট বাংলাদেশ বিনিয়োগকারীদের আরও কার্যকরভাবে সেবা দিতে পারবে এবং প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক বিনিয়োগ পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভ্যালু প্রপোজিশন আরও শক্তভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.৯৭.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

কাতারের আমিরের কাছে প্রধানমন্ত্রীর শোকবার্তা হস্তান্তর শেষে দেশে ফিরেছেন স্পিকার

কাতারের আমিরের কাছে প্রধানমন্ত্রীর শোকবার্তা হস্তান্তর শেষে জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বীরবিক্রম দোহা থেকে ঢাকায় ফিরেছেন। তিনি বৃহস্পতিবার রাত ৩ টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান। জাতীয় সংসদ সচিবালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে, স্পিকার এক সংক্ষিপ্ত সরকারি সফরে কাতারের সাবেক আমির ও বর্তমান আমিরের পিতার মৃত্যুতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও সমবেদনা জানাতে গত ১৪ জুলাই, দুপুরে দোহায় পৌঁছান। তিনি কাতারের সাবেক আমির ও বর্তমান আমিরের পিতা শেখ হামাদ বিন খলিফা আল সানির মৃত্যুতে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল সানির কাছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের শোকবার্তা হস্তান্তর করেন। স্পিকার এসময় মহামহিম আমির এবং শোকসন্তপ্ত রাজপরিবারের সদস্যদের প্রতি বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং প্রয়াত আমিরের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। শোকবার্তা হস্তান্তরের পর স্পিকার কাতারের শুরা কাউন্সিলের স্পিকার হাসান বিন আবদুল্লাহ আল-গানিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ এলিনা)

পাবনায় বাস-অ্যাম্বুলেন্স সংঘর্ষ, নিহত ৩

পাবনায় বাস ও অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত এবং চারজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে জেলার সাঁথিয়া উপজেলার আতাইকুলা বনগ্রাম বাজারে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের নাম-পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। পাবনার পুলিশ সুপার মো. ছুফি উল্লাহ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, দুর্ঘটনার পর স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা হতাহতদের উদ্ধার করেন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আতাইকুলা থানার ওসি মজিবর রহমান জানান, যাত্রীবাহী বাস ঢাকা থেকে পাবনায় আসছিল এবং রাজশাহী থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে রোগী নিয়ে কয়েকজন ঢাকায় যাচ্ছিল। সকাল সাড়ে ৭টার দিকে দুটি যানবাহন আতাইকুলা সড়াডাঙ্গী কড়ইতলা পৌঁছালে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অ্যাম্বুলেন্সটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং অ্যাম্বুলেন্সের সবাই ঘটনাস্থলে নিহত হন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ এলিনা)

উত্তরায় খেলা দেখে ফেরার পথে বাসচাপায় ২ সাংবাদিক নিহত

রাজধানীর উত্তরায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে বিশ্বকাপ ফুটবলের সেমিফাইনাল ম্যাচ দেখে মোটরসাইকেলে বাসায় ফেরার পথে একটি দ্রুতগামী বাস তাদের চাপা দেয়। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) ভোর রাতে উত্তরার জসীমউদ্দীন মোড় থেকে রাজলক্ষ্মীর মাঝামাঝি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- দৈনিক প্রাণের বাংলাদেশের স্টাফ রিপোর্টার মোহাম্মদ রবিউল আলম রাজু এবং সংবাদ দিগন্তের স্টাফ রিপোর্টার শাকিবুল হাসান। উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মুনসুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার ভোরে তারা মোটরসাইকেলযোগে উত্তরার জসীমউদ্দীন মোড় থেকে রাজলক্ষ্মীর মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছালে একটি বাস তাদের সজোরে চাপা দিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তারা গুরুতর আহত হন। পরে তাদের দ্রুত উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুইজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জানিয়েছে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান এবং ঘাতক বাসটি শনাক্ত করতে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনাসহ প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ এলিনা)

আল্লাহর কসম, জীবন দেবো, তবুও চব্বিশকে হারিয়ে যেতে দেবো না : ডা. শফিকুর রহমান

জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলে অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, চব্বিশকে হারিয়ে দেওয়ার কসরত করা হচ্ছে। আল্লাহর কসম, জীবন দেবো, তবুও চব্বিশকে হারিয়ে যেতে দেবো না। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে 'জুলাই শহিদ দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানকে স্বীকার করতে 'হীনমন্যতার পরিচয়' দেওয়া হচ্ছে এমন অভিযোগ এনে এর তীব্র সমালোচনা করে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, চব্বিশকে স্বীকার করতে এতো হীনমন্যতা কেন? চব্বিশ না হলে আমি বিরোধীদলীয় নেতা হতে পারতাম না, তারেক সাহেবও প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন না। অথচ অনেক এমপি, মন্ত্রী জুলাইকে হেয় করে কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, জুলাইয়ের সবচেয়ে বড়ো চাহিদা ছিল রাষ্ট্র সংস্কার। কিন্তু বর্তমানে সংস্কারের নামে গোঁজামিল দেওয়া হচ্ছে। অনেকেই বলেন, গণভোটের চার প্রশ্ন নাকি জনগণ বোঝে না, তাহলে তারা ৩১ দফা বুঝবে কী করে? অনেক মন্ত্রী নির্বাচনের জন্য অনেক কিছু মেনে নিয়েছেন বলে বক্তব্য দিচ্ছেন, এসব বলার মাধ্যমে তারা জাতির সাথে প্রতারণা করেছেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে জামায়াত আমির বলেন, নির্বাচন কীভাবে হয়েছে, জাতি জানে। সাড়ে তিন ঘণ্টা ব্ল্যাক আউট

করে কী করা হয়েছে, তা জনগণ বোঝে এবং এর জন্য রাজসাক্ষীও পাওয়া গেছে, কোনো অসুবিধা নাই। এর ফল আপনারা পাবেন। ইতিহাস এটাকে অবশ্যই পর্যালোচনা করবে এবং যার যার পাওনা সময়মতো পেয়েও যাবেন। সংবিধান সংশোধন কমিটির দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, সংসদে কিছু অবৈতনিক শিক্ষক আছেন, যারা আমাদের অনেক সংবিধান শেখান। তাদের হাবভাব এমন যে, দুনিয়ার সব কিছু তারা বোঝেন। যদি সংবিধান সংশোধন কমিটি বলতে কিছু না থাকে. তবে এটা কেন? এটার কারণ- এর মাধ্যমে জুলাই ও গণভোটকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে গণভোটের রায় বৃথা যাবে না, সংসদে সমাধান না হলে রাজপথে সমাধান হবে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ও জামায়াত প্রসঙ্গে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ভারত বাংলাদেশের অন্যসব দলকে পছন্দ করলেও আমাদের করে না। তারা বলেছে, ভারতে সব দলকে আমন্ত্রণ, শুধু জামায়াতে লাল কার্ড। আমরা এই লাল কার্ডকে পরোয়া করি না। আমাদের শক্তি বাংলাদেশের জনগণ। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আমাদের কোনো পিসি-খালার দেশ নাই, আমাদের দেশ বাংলাদেশ। আমাদের নেতৃবৃন্দ ফাঁসির তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে প্রমাণ করেছেন- বাংলাদেশই আমাদের শেষ ঠিকানা। অন্য কোনো দেশে আশ্রয় নেওয়ার চিন্তাও আমরা করি না। তবে প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের সঙ্গে সৎ ও পারস্পরিক মর্যাদাপূর্ণ আচরণ প্রত্যাশা করেন এবং দেশের পররাষ্ট্রনীতি জনগণের অভিপ্রায়ে চলবে বলে জানান তিনি। বক্তব্যের শেষ অংশে জামায়াত আমির স্পষ্ট করে বলেন, জুলাইয়ের শহিদ পরিবার ও আহতদের দায়িত্ব যদি রাষ্ট্র না নেয়, তবে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না। সরকারকে অবিলম্বে আহত ও শহিদ পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৬.০৭.২০২৬ এলিনা)

সরকারের অগ্রাধিকার অনুযায়ী অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হবে : অর্থমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ থেকে নতুন ঋণ কর্মসূচির আলোচনায় নির্বাচিত সরকারের অগ্রাধিকার ও প্রয়োজন অনুযায়ী ধাপে ধাপে অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বৃহস্পতিবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ঢাকায় সফররত আইএমএফ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান তিনি। অর্থমন্ত্রী বলেন, নির্বাচিত সরকারের প্রতি সম্মান বজায় রেখেই সংস্কারের কাজ পরিচালনা করা হবে। একইসঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী, সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আনা হবে। তিনি জানান, নতুন ঋণ কর্মসূচির ভিত্তি কী হবে, তা নিয়ে আইএমএফের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এর আগে, যে-সব নীতিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলোর ওপর ভিত্তি করেই নতুন কর্মসূচির কাঠামো তৈরি হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশিদের জন্য বিশ্বের সম্ভাব্য সব জায়গায় শ্রমবাজার উন্মুক্ত হবে : প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী

বিশ্বের যে-সব জায়গায় বাংলাদেশিদের জন্য শ্রমবাজারের সম্ভাবনা রয়েছে, সেসব জায়গায় শ্রমবাজার উন্মুক্ত করতে সরকারের সব ধরনের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। বৃহস্পতিবার সিলেটে ইসকন মন্দিরে রথযাত্রা উৎসব উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। এসময় সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক কাইয়ুম চৌধুরীসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, "এরই মধ্যে মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার খুলেছে। ধীরে ধীরে বিশ্বের অন্যান্য সম্ভাব্য সব জায়গাতেই বাংলাদেশিদের জন্য শ্রমবাজার উন্মুক্ত হবে।" দুবাইয়ের শ্রমবাজার সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, "দুবাইয়ে শ্রমবাজার নিয়ে ভুল তথ্য আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে কূটনৈতিক পর্যায়ে কাজ চলছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে এ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে।" আরিফুল হক চৌধুরী জানান, চা শ্রমিকদের মানসম্মত জীবনযাপন নিশ্চিত করতে থাকার ব্যবস্থা, পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসাসেবা এবং সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ নিশ্চিত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তিনি কাজ করে যাবেন। সাম্প্রতিক ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহায় প্রতিজন চা শ্রমিক তাদের প্রাপ্য উৎসব ভাতা পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। শ্রমিকদের প্রতি দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন করাই এই সরকারের অঙ্গীকার বলেও জানান তিনি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ আসাদ)

বিমানের বহরে যুক্ত হবে বোয়িং ও এয়ারবাস : পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেছেন, জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জন্য সরকার বোয়িং ও এয়ারবাস উভয় ধরনের বিমান কিনবে। জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে টেকসই মিশ্র বহর (মিক্সড ফ্লিট) গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আজ বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, "আমাদের দেশের বোয়িংও প্রয়োজন, এয়ারবাসও প্রয়োজন। আমরা দুটিই কিনব।" যুক্তরাষ্ট্র থেকে বোয়িং কেনার পরিকল্পনা ফ্রান্স থেকে এয়ারবাস কেনার আগ্রহের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কি না কিংবা বোয়িং কেনা কোনো বাহ্যিক চাপের ফল কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী এ ধরনের ধারণা নাকচ করে দেন। তিনি বলেন, সরকার দেশের বেসামরিক বিমান চলাচল খাতকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি বিচক্ষণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায়ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শামা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী আগের সরকারগুলোর কাছ থেকে একটি দুর্বল অর্থনীতি উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছেন। অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে একদিকে আমাদের সাশ্রয়ী নীতি অনুসরণ করতে হবে, অন্যদিকে দেশের প্রয়োজনীয় জিনিসও কিনতে হবে। আমাদের বোয়িংও প্রয়োজন, এয়ারবাসও প্রয়োজন। আমরা দুটিই কিনব।" বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশ কোনো নির্দিষ্ট দেশকে

বিশেষ অগ্রাধিকার দেয় না। তিনি বলেন, "একেবারেই না। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায়।"(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ আসাদ)

জুলাই সনদের পূর্ণ বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিএনপি সরকার : ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন বলেছেন, জুলাই বিপ্লবকে ধারণ করে সব গণতান্ত্রিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিএনপির নোট অব ডিসেন্টসহ একটি জুলাই সনদ স্বাক্ষর করা হয়। সেই জুলাই সনদ পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে বিএনপি সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বৃহস্পতিবার বিকেলে চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন হলে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জুলাই শহিদ দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী মীর হেলাল বলেন, আজকের আলোচনা সভা শোকের নয়, এটি শক্তি সঞ্চয়ের সভা। জুলাইয়ের শক্তিতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। আমরা জনগণের ভোটে একটি গণতান্ত্রিক সরকার পেয়েছি। চট্টগ্রামের প্রথম শহিদ ওয়াসিম আকরাম ছাত্রদলের সদস্য ছিল, তার চেয়ে বড়ো পরিচয়, সে ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের সৈনিক ছিল। আজকের দিন শোকের না হয়ে শক্তি সঞ্চয়ের কেন তা যারা রাজপথে আন্দোলন করেছে, রক্ত দিয়েছে, ত্যাগ শিকার করেছেন তারা অনুভব করবেন। ক্ষমতার স্রোতে যারা ভেসে বেড়ায়, তারা কখনও ত্যাগের মহিমা অনুভব করতে পারবে না। তিনি বলেন, প্রকৃত জুলাই যোদ্ধারা কখনও চেতনা নিয়ে ব্যবসা করে না। নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ডসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও মানবিক সহায়তামূলক কার্যক্রম শুরু করেছেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় ৬০টির বেশি পণ্যের মূল্য কমিয়েছেন। স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন ব্যয়বহুল জিনিসপত্রের দাম কমিয়েছেন। দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ থাকলে বাংলাদেশ একটি মানবিক ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া সময়ের ব্যাপার।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ আসাদ)

সরকার নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর : মাহদী আমিন

দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং জুলাই শহিদদের স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও তার কার্যালয়ের মুখপাত্র ড. মাহদী আমিন। তিনি বলেন, জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় আসা বর্তমান বিএনপি সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও নির্বাচনি ইশতেহারের মূল অঙ্গীকারগুলো ধরে-ধরে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত 'ফল উৎসব-২০২৬'-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ঐতিহাসিক ১৬ জুলাই ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের দুই বছর পূর্তি স্মরণ করে অনুষ্ঠানের শুরুতেই তিনি শহিদ আবু সাঈদ, শহিদ ওয়াসিম আকরামসহ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আত্মদানকারী সব শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, "নির্বাচিত সরকারের বয়স প্রায় পাঁচ মাস হতে চললো। এই স্বল্প সময়েই প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে নির্বাচনি ইশতেহারের প্রধান-প্রধান বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য সবাই কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। একটি বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।" বাংলাদেশে সরকারের মূলনীতিই হচ্ছে 'সবার আগে বাংলাদেশ'। আমরা এমন এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চাই, যার ভিত্তি হবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ আসাদ)

কিছু পাওয়ার আশায় বুলেটের সামনে বুক পাতেননি জুলাইযোদ্ধারা : প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান বলেছেন, জুলাই গণ-অভুথ্যানে যারা রাস্তায় নেমে বুলেটের সামনে বুক পেতেছিলেন, তারা কিছু পাওয়ার আশায় করেননি। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থেকে যেতে পারতেন। সেক্ষেত্রে আহত হয়ে বেঁচে যাওয়া অনেকের চিকিৎসা বা সহায়তা পাওয়া তো দূরের কথা, জেলেও যেতে হতে পারতো। সেই ঝুঁকি জেনেই তারা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাওয়ে জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও জুলাই বিষয়ক অডিও ভিজ্যুয়ালের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা বলেন, রাষ্ট্র তাদের আর্থিক সহায়তা দেবে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে, এমন প্রত্যাশা নিয়ে কেউ এই গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেননি। তবে তাই বলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তারা কেউ কিছু দাবি না করলেও, বিশ্বাস করি রাষ্ট্র ও সরকারের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে তাদের এবং তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর। তিনি আরও বলেন, বিএনপি জুলাই ও মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করে। যাদের আত্মত্যাগের কারণে আমরা আজকের এই অবস্থানে পৌঁছাতে পেরেছি, তাদের প্রতি সেই দায়িত্ব পালন করা উচিত। অন্যথায় আমাদের মতো অকৃতজ্ঞ আর কেউ হবে না। জুলাই ফাউন্ডেশনের বেতন বন্ধের বিষয়ে দুঃখজনক আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা বলেন, বিষয়টি যে-কোনো বিবেচনায়ই অত্যন্ত লজ্জাজনক। প্রস্তাবনায় সবাই বলেছেন, গত পাঁচ মাস ধরে বেতন নেই, এমনকি মাইক ও মাইক্রোফোনও ঠিকভাবে কাজ করছে না। তবুও আমাদের এই মানুষগুলো পাঁচ মাস বেতন না পেয়েও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, তাদের এই আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধের জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তবে বিষয়টি শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। সমস্যার দ্রুত সমাধানে আমি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নেব এবং সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ আসাদ)

নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগ পেলেন খোন্দকার মিসবাহ উল আজীম

নতুন নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পেলেন রিয়ার এডমিরাল খোন্দকার মিসবাহ উল আজীম। বৃহস্পতিবার রাতে এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর। আইএসপিআরের তথ্যমতে, খোন্দকার মিসবাহ উল আজীম আগামী ২৩ জুলাই ভাইস অ্যাডমিরাল পদে পদোন্নতি লাভ করবেন এবং নৌবাহিনী প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। বর্তমানে তিনি ওমানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৬.০৭.২০২৬ আসাদ)

BBC

PROTESTS IN UKRAINE'S CITIES AGAINST ZELENSKY'S REMOVAL OF DEFENCE MINISTER

Protests have been taking place in several Ukrainian cities against President Volodymyr Zelensky's surprise dismissal of popular Defence Minister Mykhailo Fedorov. A crowd of people - mostly young - gathered in Kyiv, holding up signs reading "Hands off Fedorov" and "Stop sabotaging victory!" and chanting "Shame!". Zelensky has not yet explained his decision, which is causing significant upset among commentators and the military as well as parts of civil society. Fedorov, 35, was appointed only in January but has been credited with energizing the ministry, heading a drive against corruption and using data to analyze and try to improve performance on the front line. MPs were due to vote on Thursday on the proposed replacement as defence minister, Ihor Klymenko, who currently heads the interior ministry. (BBC News Web Page 16/07/26, FARUK)

IRAN TARGETS MILITARY BASES AS US LAUNCHES WAVE OF STRIKES

Tehran has launched fresh attacks on US military bases in neighbouring Gulf states, while Washington continued to strike sites across Iran overnight. Tehran said it had struck targets in the region, including in Jordan, Kuwait and Bahrain, as a sixth day of renewed hostilities strained their preliminary deal to end the war. Meanwhile, the US military said it inflicted a six-hour wave of strikes in multiple locations to "degrade Iran's ability to threaten innocent mariners" in the Strait of Hormuz. The latest exchanges came after US President Donald Trump warned Iran it had "better behave" or face further military action should Iran not return to negotiations. On Tuesday, Trump threatened to target Iran's energy infrastructure if Tehran failed to return to talks. (BBC News Web Page: 16/07/26, FARUK)

'MOMENT OF JOY' AS UGANDA DISCHARGES LAST EBOLA PATIENT

The last patient being treated for Ebola in Uganda has been discharged from hospital, leaving the country with no active confirmed cases of the deadly disease. A 42-day countdown now begins before Uganda can officially be declared Ebola-free, as long as no new infections emerge. The first case in this outbreak of the Bundibugyo species of the virus in Uganda was confirmed in May. The patient was a man who had travelled from neighbouring Democratic Republic of Congo, the outbreak's epicenter, for medical treatment. In all, Uganda recorded 20 confirmed cases, mostly among visitors from DR Congo, and two deaths. There have been more than 2,000 confirmed infections and 796 deaths in DR Congo, according to government data. Speaking after Uganda's last Ebola patient left hospital, Health Minister Dr Chris Baryomunsi described it as "a moment of joy". "It demonstrates that with early detection, prompt treatment and a strong health system, Ebola can be defeated." Nevertheless, the ministry of health has urged people to "remain vigilant". (BBC News Web Page: 16/07/26, FARUK)

ELEVEN PEOPLE DIE IN FIRE AT ALGERIAN CHILDREN'S CARE HOME

Eleven people have died in a fire at a foster care facility in Algiers, Algeria's capital city. The country's civil protection department said 19 others were injured in the blaze, which firefighters began to tackle at 03:30 local time on Thursday. They were still attempting to extinguish the fire just over three hours later, when the authorities released an update on the situation. The civil protection department's statement did not specify the cause of the fire, nor the ages of those killed or injured. Ten fire engines and 16 ambulances were deployed to the facility in Mohammadia, an eastern suburb of Algiers. Algeria has been experiencing a heatwave for several days, and nearly 1,000 fires have been recorded in the space of a week, the AFP news agency has reported. On Thursday morning, the civil protection department said it had recorded 115 wildfires over the past 24 hours. Algerian President

Abdelmadjid Tebboune expressed his condolences following the fire at the children's home, calling the incident a "tragic loss". (BBC News Web Page: 16/07/26, FARUK)

US MILITARY TO START SCREENING FOR TESTOSTERONE DEFICIENCY: HEGSETH

US Defence Secretary Pete Hegseth has announced that military personnel aged 30 and older will undergo testing for testosterone deficiency as part of annual health screenings. In a video posted on X, captioned "High-T Department", Hegseth said he was authorizing the screening programme for troops to ensure "you have the right testosterone levels to operate at your absolute best". Troops with low testosterone levels will be offered voluntary hormone replacement therapy. Chief Pentagon Spokesman Sean Parnell said: "All Active Duty and Reserve Component personnel aged 30 and older will undergo mandatory screening for testosterone deficiency during their Periodic Health Assessment." Personnel younger than age 30 would also be able to request the screening voluntarily, Parnell added.

(BBC News Web Page: 16/07/26, FARUK)

MORE THAN 800 CANADIAN WILDFIRES BURNING AS AIR QUALITY ALERTS EXTEND TO US

More than 800 wildfires are burning across Canada, with air quality alerts now extending south into multiple US states. The air quality in large parts of the northern states of Michigan, Minneapolis and Minnesota is deemed "hazardous" by the US Air Quality Index program, with people recommended to stay indoors. Alerts span the Upper Midwest, the Great Lakes region and into the US's Northeast, the US's national weather service (NOAA) said in an update on Thursday. There are currently 857 fires actively burning in Canada, including 23 new fires on Thursday, according to the Canadian Interagency Forest Fire Centre. According to the Canadian Wildland Fire Information System, the vast majority of wildfires are burning out of control. The large cluster of fires affecting western areas of Ontario are responsible for sending thick plumes of smoke and poor air quality across Thunder Bay and Toronto, with lower concentrations of smoke high in the atmosphere drifting over the Great Lakes and above New York with hazy skies and redder sunrise and sunsets likely.

(BBC News Web Page: 16/07/26, FARUK)

STARMER PLEDGES 'CAST-IRON SUPPORT' FOR UKRAINE ON FINAL VISIT AS PM

Sir Keir Starmer has said the UK's "unwavering" support for Ukraine will continue, on a final visit to the country as prime minister. He met Ukrainian President Volodymyr Zelensky to announce fresh funding worth £255m, including 16 new advanced aircraft, for Ukraine's fight against Russia. Speaking in the Ukrainian capital Kyiv, he said: "Anyone who thinks that Ukraine is somehow a drain is just plain wrong - The truth is Ukraine's stand has preserved European security." Sir Keir's visit, where he was awarded Ukrainian honour the Order of Freedom, comes amid protests in several Ukrainian cities over Zelensky's surprise dismissal of popular Defence Minister Mykhailo Fedorov. Zelensky has not yet explained his decision to get rid of 35-year-old Fedorov, who was appointed in January and credited with heading a drive against corruption. Ukrainian MPs are expected to vote in Ihor Klymenko, who currently heads the interior ministry, as Fedorov's replacement on Thursday.

(BBC News Web Page: 16/07/26, FARUK)

CRACKDOWN ON 'OBJECTIONABLE' BOOKS IN INDIAN-ADMINISTERED KASHMIR SPARKS ROW

Authorities in Indian-administered Kashmir have issued a sweeping order to all educational institutions to review books for "inappropriate and objectionable" content, in a move that has sparked a debate over who gets to shape the region's history in classrooms. The order, issued last week, directs schools, colleges, universities and coaching centres to screen all published material on their premises - including research papers and academic theses - for content that could violate "religious sentiments, laws, educational values and established norms". They must also report books deemed objectionable to the authorities. Authorities insist the directive is not about restricting reading but removing material they say is factually inaccurate or unlawful, including content that "promotes, glorifies, legitimizes or justifies terrorism, violent extremism, secessionism, radicalization" or any activity prejudicial to the security of the nation. But opposition parties, academics and students say the move is an attack on academic freedom and an attempt to erase Kashmir's turbulent history.

(BBC News Web Page: 16/07/26, FARUK)

NEW MONKEY SPECIES WITH ORANGE LIPS FOUND 'HIDING' IN DR CONGO FOREST

A monkey that has striking pinkish-orange lips and a black face - lives in the forests of the Democratic Republic of Congo - has been confirmed as a new species to science. The black-furred primate was spotted and photographed hidden away in the high tree canopy of dense tropical forests in Lomami National Park, in the central east of the country. Conservationists working there first reported seeing this unusual-looking animal back in 2008. But they captured just one blurry photograph. After another sighting 10 years later, an international team set out to find and study the monkey and revealed that it was a previously unknown species. This is only the fifth African monkey species to be discovered in the last 75 years. (BBC News Web Page: 16/07/26, FARUK)

MORE THAN 500 FEARED DEAD AFTER REPORTS OF BOATS CAPSIZING OFF MYANMAR

Two boats carrying more than 500 people are feared to have capsized off the coast of Myanmar in recent days, United Nations agencies have said. According to preliminary information reported on Thursday by the International Organization for Migration (IOM) and the UN refugee agency (UNHCR), the two vessels departed from Myanmar's Rakhine State in late June carrying mostly Rohingya passengers. One boat, believed to have been carrying about 250 people, lost contact shortly after departure. A second boat, reportedly carrying some 280 people, is believed to have sunk off Myanmar's Ayeyarwady coast on July 8, they said. "While the incidents and casualty figures have yet to be officially confirmed, UNHCR and IOM are gravely concerned by the potentially devastating loss of life," read the statement. Before the latest incidents, more than 300 people had been killed or reported missing in the Andaman Sea and Bay of Bengal, it said. These included Rohingya refugees and Bangladeshi nationals, it added. (BBC News Web Page: 16/07/26, FARUK)

:: THE END ::